মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর কুরআন সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা ও কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর কুরআন সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা ও কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
১৪, পিসিকালচার ভবন (৪র্থ তলা)
শ্যামলী বাসস্টান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩১৭০৫, ০১৭১১৩৪৫০৪২

www.pathagar.com

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর কুরআন সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা ও কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব

প্রকাশনায়
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
১৪ পিসি কালচার ভবন ৪র্থ তলা
শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড-১২০৭

প্রকাশকাল
রবিউস সানী - ১৪২৮
বৈশাখ - ১৪১৪
মে - ২০০৭

কম্পোজ ঃ নাবিল কম্পিউটার

মুদ্রণে ঃ আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

*Published by Advocate **MUHAMMAD NAZRUL ISLAM** General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 14 Pisciculture Bhaban (3rd Floor) Shymoli Bus Stand, Dhaka-1207, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazer, Dhaka.*

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিগত প্রায় দুশো বছরের ইংরেজ শাসন আমলে আমাদের দেশে ইসলামী আইন পুরোপুরি রহিত হয়। কেবল তার একটি অংশ 'মুসলিম পার্সোনাল ল' নামে বহাল থাকে। এর অধীনে বিয়ে-শাদী, তালাক, মীরাস ইত্যাকার কতিপয় একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় ইসলামী শরীয়াত মোতাবেক অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এগুলো ছিল মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্ব ও জাতিসত্তার প্রশ্ন। তাই ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী এতে হস্তক্ষেপ করার সাহস করেনি। কিন্তু ইংরেজের কবল থেকে মুক্তিলাভের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইউব খানের শাসনামলে ১৯৬১ সালে মুসলিম পার্সোনাল ল' -এর মাধ্যমে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। দেশের তদানীন্তন ইসলামী আইন বিশারদ ও বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানান। কারণ, এতে সুস্পষ্ট ভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিধান লংঘিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই আইন হুবহু আমাদের দেশে বহাল থাকে। বিগত সাড়ে তিন দশক থেকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট বিধান লংঘনকারী মুসলিম পার্সোনাল ল' -এর এই ধারাগুলো আমাদের আইনে বলবৎ রয়েছে। ইসলামী আইন বিশারদ ও বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম প্রথম থেকেই এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছেন। এ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক চিন্তাভাবনা করে তারা এর মধ্যে যে সংস্কার সাধন করা হয়েছে তার গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছেন। আর যেগুলো কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিধানের সুস্পষ্ট বিরোধী, সেগুলোকে কিভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মৌলিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল করে ব্যক্তি ও সমাজের উপযোগী করা যায় সে ব্যাপারে যুক্তি ও তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করেছেন।

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ প্রাথমিক পর্যায়ে এ

www.pathagar.com

প্রস্তাবগুলো পুস্তিকাকারে উপস্থাপন করেছে এ সম্পর্কে আরো গভীর আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য। আমরা আশা করবো বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী আইন বিশারদগণ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করবেন এবং দীর্ঘ দিন যাবত কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী চাপিয়ে দেয়া মুসলিম পারিবারিক আইনের ধারাগুলো কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক সংশোধনের জন্য নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত লিখিতভাবে ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টারকে জানাবেন। দেশ ও মুসলিম মিল্লাতকে এই কঠিন সংকট থেকে উত্তরণের জন্য দেশের সকলকে আমি ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ -এর সার্বিক সহযোগিতার অনুরোধ করছি। আশা করি, প্রত্যেকেই নিজেদের অবদান রাখার ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন।

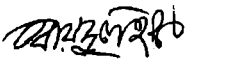

মাওলানা উবায়দুল হক

খতীব

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ

ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

আমাদের আরয

একমাত্র ইসলামী আইনই দেশে ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। এটা কেবল আমাদের বিশ্বাসই নয়, এই ব্যাপারে আমাদের একটি গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়েছে। এই সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ইসলামী আইনে বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে কতিপয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে ১৯৯৭ সালে 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাবেক পাকিস্তানের সামরিক শাসনামলে জেনারেল আইউব খান ১৯৬১ সালে তৎকালীন নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের প্রবল বাধা উপেক্ষা করে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ জারী করেন। উক্ত আইনে বিবাহের বয়স, একাধিক বিবাহ, তালাক, মীরাস বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় ধারা সংযোজন করেন, যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী।

উল্লিখিত অধ্যাদেশের কুরআন বিরোধী বিষয়গুলো সংশোধনের নিমিত্তে 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে ২০০৫ সালের ৩ মার্চ তারিখে জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক সাবেহের সভাপতিত্বে ঢাকাস্থ হামদর্দ মিলনায়তনে একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কওমী মাদ্‌রাসা, আলিয়া মাদ্‌রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফকীহ ও আইন বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। কমিটি দীর্ঘ দিন পরিশ্রম করে বর্ণিত চারটি বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে খসড়া প্রস্তাব চূড়ান্ত করেন। এগুলোই পুস্তিকাকারে আপনাদের মতামতের জন্য উপস্থাপন করা হলো। আশা করি, ঈমানী তাকীদ ও দীনী কর্তব্য হিসেবে অভিজ্ঞ আলেম, আইনজীবী ও ফকীহগণ ৩০ ডিসেম্বর ২০০৭ -এর মধ্যে মূল্যবান সংশোধনী এবং মতামত দিয়ে আমাদের উদ্যোগে শামিল হবেন।

www.pathagar.com

আপনাদের সুচিন্তিত মতামতপ্রাপ্তির পর তা যথাযথ মূল্যায়ন করে খসড়া প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হবে এবং সরকারের নিকট তদনুযায়ী পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পেশ করা হবে। সেই সাথে আমরা আশা করি, ফকীহ, আলেম ও বুদ্ধিজীবিগণ ঈমানী কর্তব্যজ্ঞান থেকেই এই কর্মসূচি ও লক্ষ্য অর্জনে সমাজের কর্ণধার ও বিত্তশালীদের মনোযোগ আকর্ষণেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। দেশে ইসলামী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা দান করা এবং এজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং সবাইকে এর সহযোগিতায় এগিয়ে আসার তাওফীক দিন। আমীন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

জেনারেল সেক্রেটারী,

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

সিনিয়র এ্যাডভোকেট,

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১'-এ পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীর উত্তরাধিকার ঃ ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক পর্যালোচনা ৯
- ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

২. মুসলিম পারিবারিক আইন ও একাধিক বিবাহ ২৫
- ড. হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

৩. কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে মুসলিম পারিবারিক আইনের তালাক সংক্রান্ত সপ্তম ধারা ৩৩
- মুফ্তী মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া

৪. মুসলিম পারিবারিক আইনের দৃষ্টিতে বিবাহের বয়স ও রেজিস্ট্রেশন ৪৪
- মুফতী মোঃ আবূ ইউসুফ খান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১'-এ পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীর

উত্তরাধিকার ঃ ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

১৯৬১ সনে সাবেক পাকিস্তানে আইউব খানের সামরিক সরকার তৎকালীন নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণের প্রবল বাধা সত্ত্বেও 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ-১৯৬১' জারী করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে উক্ত অধ্যাদেশ এখনও হুবহু চালু ও কার্যকর আছে। উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৪-এ পৌত্র/দৌহিত্রের উত্তরাধিকার (Succession) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

'যার সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে বণ্টিত হবে, তার পূর্বে তার কোন পুত্র বা কন্যা মারা গেলে এবং উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি বণ্টনের সময় উক্ত পুত্র বা কন্যার কোন সন্তানাদি থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে, যা তাদের পিতা অথবা মাতা জীবিত থাকলে পেতো।'

এ ধারাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঃ

১. দাদার পূর্বে বাবা মারা গেলে পৌত্র-পৌত্রী সর্বাবস্থায় দাদার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে বাবা জীবিত থাকলে যতটুকু পেতো, ততটুকু পাবে।

২. দাদীর পূর্বে বাবা মারা গেলে পৌত্র-পৌত্রী সর্বাবস্থায় দাদীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে বাবা জীবিত থাকলে যতটুকু পেতো, ততটুকু পাবে।

৩. নানার পূর্বে মা মারা গেলে দৌহিত্র-দৌহিত্রী সর্বাবস্থায় নানার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে মা জীবিত থাকলে যতটুকু পেতো, ততটুকু পাবে।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

www.pathagar.com

৪. নানীর পূর্বে মা মারা গেলে দৌহিত্র-দৌহিত্রী সর্বাবস্থায় নানীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে মা জীবিত থাকলে যতটুকু পেতো, ততটুকু পাবে।

অধ্যাদেশের এ ধারাটিতে অনেক দিক থেকেই ইসলামী উত্তরাধিকার নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে লংঘন করা হয়েছে। এদিকগুলো আমরা একে একে উল্লেখ করছি।

(১) দাদা-দাদীর পূর্বে বাবা মারা গেলে, যদি দাদা-দাদীর মৃত্যুর সময় এক বা একাধিক চাচা (অর্থাৎ দাদা-দাদীর কোন পুত্র) বর্তমান থাকে, তাহলে ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী পৌত্র ও পৌত্রীর কেউই দাদা কিংবা দাদীর সম্পত্তি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মীরাস পাবে না। অথচ উপরোক্ত অধ্যাদেশটিতে সর্বাবস্থায় দাদা-দাদীর সম্পত্তি থেকে পৌত্র-পৌত্রী মৃত বাবার প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তি পাবে বলে উল্লেখ আছে। ইসলামী শরীয়াতের সাথে অধ্যাদেশটি এ ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক।

কেননা, শরীয়াতের নিয়ম হলো ঃ

كل ذكر من الفروع يحجب من كان أنزل منه ، ذكرا كان أم أنثى -

অর্থাৎ, অধস্তনের প্রত্যেক পুরুষ তার চেয়ে অধিক নিম্নস্তরের নারী-পুরুষ সকলকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করবে।[১]

এ নিয়মের পক্ষে ইমাম বুখারী মীরাস অধ্যায়ে ইবনে সাবিত রা. থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেন এবং ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেন।

ইবনে সাবিত রা. বলেন ঃ

"ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ، ولا يرث ولد الابن مع الابن ".

অর্থাৎ, পুত্রের সন্তানগণ নিজের সন্তানের সমতুল্য, যখন তাদের অধস্তন কোন পুত্র সন্তান না থাকে। পুত্রের ছেলে সন্তানগণ পুত্রেরই মত এবং মেয়ে-সন্তানগণ মেয়েরই মত। আপন সন্তানের মতই তারা ওয়ারিস হয় এবং ওদের মতই তারাও কোন কোন ওয়ারিসকে বাধাগ্রস্ত করে। আর পুত্রের উপস্থিতিতে তার সন্তানগণ মীরাস পাবে না।[২]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

« ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر ».

যারা ফারায়েয তথা মীরাসের সুনির্দিষ্ট অংশের অধিকারী, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। আর যা বাকী থাকবে, তা দেয়া হবে সম্পর্কের দিক থেকে মৃতের নিকটতর পুরুষকে।[৩]

এ হাদীসটিতে নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার পর বাকী অংশ 'আসাবা'দের দেয়ার কথা বলা হয়েছে মৃতের নিকটতর হওয়ার ভিত্তিতে। কেননা, 'আসাবা'দের একের উপস্থিতি অন্যকে মীরাস থেকে মাহরূম ও বঞ্চিত করে। আর তা নির্ণীত হয় নিকটতর হওয়ার ভিত্তিতে। উল্লেখ্য, এখানে 'পুরুষ' কথাটি বলা হলেও মহিলা আসাবাগণ একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবেন।[৪]

এ ছাড়া কুরআন কারীমে পুত্র-সন্তানের উত্তরাধিকার স্বত্বের ঘোষণা দেয়া হলেও সরাসরি পুত্রের সন্তান তথা পৌত্রের কথা বলা হয়নি। তবে আলেমদের ইজমা তথা সর্বসম্মত মত হলো কোন পুত্র জীবিত না থাকলে পুত্রের পুত্র সন্তানগণ তার স্থলাভিষিক্ত হবে।[৫] কেননা, শরীয়াতের পরিভাষায় সন্তানের সন্তানগণও সন্তানরূপে গণ্য হয়। আর এমতাবস্থায় পুত্রের কন্যাগণও তাদের ভ্রাতাদের সাথে আসাবা হিসাবে মীরাস পাবে।

উপরোক্ত দলীলগুলোর সারকথা হলো- দাদা/দাদীর কোন পুত্রসন্তান জীবিত থাকলে পুত্রের অধস্তন যে কোন সন্তান (পৌত্র/পৌত্রী) তার (দাদা/দাদীর) সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

(২) আর যদি দাদা-দাদীর মৃত্যুর সময় তাদের শুধু কন্যা সন্তানগণই জীবিত থাকে এবং তাদের পূর্বে মারা যাওয়া তাদের মৃত পুত্রদের ছেলেমেয়েরা জীবিত থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় কন্যাদের অংশ দেয়ার পর বাকী অংশ পৌত্র-পৌত্রী আসাবা হিসাবে পাবে। এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত অধ্যাদেশটি শরীয়াত বিরোধী। কেননা, অধ্যাদেশ অনুযায়ী পৌত্র-পৌত্রীরা মৃত বাবার প্রতিনিধিত্বের হারে অংশ পাবে, যা উপরোক্ত অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(৩) যদি দাদা-দাদীর একটি মাত্র কন্যা বর্তমান থাকে এবং মৃত পুত্রের এক বা একাধিক কন্যা থাকে, তাহলে মৃত পুত্রের কন্যা/কন্যাগণ ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। কেননা, মেয়েদের জন্য নির্ধারিত দুই-তৃতীয়াংশের অর্ধেক কন্যা নেয়ার পরও এক-ষষ্ঠাংশ বাকী থাকে, যা শরীয়াত পুত্র না থাকায় পৌত্রী-পৌত্রীদের জন্য নির্ধারণ করেছে। কিন্তু উপরোক্ত অধ্যাদেশে পৌত্র/পৌত্রীদেরকে দেয়া হয়েছে মৃত বাবার অংশ, যা ইসলামী শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক।

www.pathagar.com

(৪) যদি দাদা-দাদীর একাধিক কন্যা বর্তমান থাকে এবং মৃত পুত্রের এক বা একাধিক কন্যা থাকে, এমতাবস্থায় পুত্রের কন্যাগণ কিছুই পাবে না। কেননা, মেয়েদের জন্য নির্ধারিত দুই-তৃতীয়াংশ কন্যাগণ নেয়ার মাধ্যমে শেষ হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায়ও উপরোক্ত অধ্যাদেশটি ইসলামী শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, কন্যাদের এই অবস্থায় তাদের মৃত বাবার অংশ পাওয়া ইসলামী শরীয়াতের ফায়সালা নয়, অথচ অধ্যাদেশটিতে তাই বলা হয়েছে।

(৫) ইসলামী শরীয়াতে আসাবা ও আসহাবুল ফুরূযের উপস্থিতিতে দৌহিত্র-দৌহিত্রী কখনোই নানা-নানীর সম্পত্তির ওয়ারিস হবে না। কেননা, আল্-কুরআন ও আস্-সুন্নাহ্য় তাদেরকে কোন মীরাস দেয়া হয়নি। অথচ উপরোক্ত অধ্যাদেশটিতে নানা-নানীর আগে মায়ের মৃত্যু হলে দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে মায়ের প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তি দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

শরীয়াতের পরিভাষায় কন্যার সন্তানদেরকে বলা হয় 'যাবিল আরহাম' অর্থাৎ এমন আত্মীয় যারা 'আস্হাবুল ফুরূয' (নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী) কিংবা 'আসাবা' নয়। এ রকম আত্মীয়দের মধ্যে আরো রয়েছে বোনের সন্তানগণ, ভাইয়ের কন্যাগণ, মামা ও খালা প্রভৃতি। এরা 'আসহাবুল ফুরূয' ও 'আসাবা' থাকাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না।[৬]

সৌদী আরবস্থ ইফ্তা ও ইল্মী গবেষণার স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : "নানার জীবদ্দশায় মায়ের মৃত্যু হলে মায়ের পুত্রগণ কি নানার সম্পত্তি থেকে মীরাস পাবে ? মীরাস পেলে তার পরিমাণ কতটুকু ? উল্লেখ্য যে, নানার মৃত্যুর সময় এদের দুই মামা, তিন খালা ও নানী জীবিত ছিল।" এ ব্যাপারে কমিটির লিখিত উত্তর ছিল ঃ "ঘটনা যদি তেমনটিই হয়ে থাকে যেরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে এ পুত্রগণ নানার সম্পত্তি থেকে কিছুই পাবে না। কেননা, তারা হলো 'যাবিল আরহাম' -এর অন্তর্ভুক্ত, যারা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য 'আসহাবুল ফুরূয' ও 'আসাবা'র উপস্থিতিতে কোন সম্পত্তির ওয়ারিস হয় না।"[৭]

অবশ্য যদি 'আসহাবুল ফুরূয' ও 'আসাবা' না থাকে, তাহলে অধিকাংশ আলেম যাবিল আরহামকে উত্তরাধিকার দেয়ার কথা বলেছেন।

লক্ষণীয়, দৌহিত্র-দৌহিত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের উত্তরাধিকার ধারাটি সাংঘর্ষিক। কেননা, উপরোল্লিখিত কোন অবস্থাতেই ইসলামী শরীয়াত তাদের নানা-নানী থেকে মীরাস পাওয়ার বিধানকে সমর্থন করে না।

www.pathagar.com

আমাদের করণীয় ঃ

অতএব, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ -এর উপরোক্ত ধারাটি যেহেতু ইসলামী আইন ও বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই এ ধারাটিকে এমনভাবে সংশোধন করা প্রয়োজন যাতে ইসলামী আইনের সাথে এর কোন সংঘর্ষ না থাকে এবং ইসলামী শরীয়াতের বিধিমালা অনুযায়ী এ ধারাটির পুনর্বিন্যাস করা হয়।

আমরা মনে করি ইসলামী শরীয়াতে সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) অসিয়তের যে বিধান রয়েছে, আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি তা বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে শরীয়াত সমর্থিত পন্থায় পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীদেরকে সম্পত্তি দেয়া যায় এবং আইনের এ অধ্যাদেশটিকে আমরা শরীয়াতের বিরোধিতা থেকে মুক্ত করতে পারি।

উল্লেখ্য যে, ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক অসিয়তের বিধানটি বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশে প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে মিসর, মরক্কো, সিরিয়া, কুয়েত ও লেবানন অন্যতম।[৮] সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও এ আইনের মাধ্যমেই এসব দেশে দাদা-দাদীর সম্পত্তি থেকে পৌত্র-পৌত্রীকে নিয়মানুযায়ী একটা অংশ দেয়া হয়।

সংশোধনসহ প্রস্তাবনা ঃ

ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) অসিয়তের বিধান বাস্তবায়ন করে আমরা অধ্যাদেশের ৪নং ধারাটিকে সংশোধিত করে এভাবে বিন্যস্ত করতে পারি ঃ

'যার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বণ্টিত হবে, তার পূর্বে তার কোন পুত্র বা কন্যা নিজেদের কোন সন্তান রেখে মারা গেলে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী তার জীবদ্দশায় মারা যাওয়া পুত্রের বা কন্যার সন্তানদের জন্য অসিয়ত করবেন, যেন তার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি থেকে তাদেরকে নিয়মানুযায়ী[৯] একটা অংশ প্রদান করা হয়। তবে উল্লেখ্য যে, কোন অবস্থাতেই তা এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী হবে না।'

ওয়াজিব অসিয়তের এ বিধানটি ইসলামী শরীয়াতের মাপকাঠিতে কতটা উত্তীর্ণ নিচে আমরা সে বিষয়টি তুলে ধরছি।

ওয়াজিব অসিয়ত কি?

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা আদৌ ওয়ারিস নয় কিংবা ওয়ারিস হওয়া সত্ত্বেও শরীয়াতের কোন বাধার কারণে মীরাস পাওয়ার অধিকারী নয়, তাদেরকে আল-কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক সম্পত্তি থেকে নিয়ম মাফিক অংশ প্রদানের জন্য মৃত্যুর পূর্বে যে অসিয়তের বিধান দেয়া হয়েছে, তাই হলো ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক অসিয়ত।

www.pathagar.com

দলীল ঃ আল্-কুরআনের নিম্নোক্ত বাণী ওয়াজিব অসিয়তের দলীল ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ - فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

'তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য অসিয়ত করা বাধ্যতামূলক করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য, বিধিসম্মতভাবে। আল্লাহভীরুদের জন্য এ নির্দেশ অবশ্যম্ভাবী। যদি কেউ অসিয়ত শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, জানেন।' [সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত ১৮০]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ -এর মর্ম হলো ঃ 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর ফরয ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে'। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ অর্থাৎ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে।

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا অর্থাৎ, যদি সম্পদ রেখে যায়। সুতরাং এখানে 'খায়র' অর্থ সম্পদ, তা স্থাবর কিংবা অস্থাবর যে সম্পত্তিই হোক কিংবা অর্থ-সম্পদই হোক।

بِالْمَعْرُوْفِ শব্দটির মর্মকথা হলো- ওয়ারিসদের প্রতি যুলুম না করে। সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশকে হাদীসে অসিয়তের সর্বোচ্চ নেসাব বলা হয়েছে।[১০]

তাই এক-তৃতীয়াংশ বা এর কম পরিমাণ অসিয়ত করলে ওয়ারিসগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলেই সাব্যস্ত হয়েছে।

حَقًا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, মুত্তাকীদের জন্য এটা পালন করা জরুরী। এ কথা দ্বারা অসিয়ত ফরয হবার ব্যাপারটি আরো জোরদার হয়েছে।[১১]

বহুসংখ্যক আলেম এ মত প্রকাশ করেন যে, আয়াতটি মুহ্কাম (অর্থাৎ, এর হুকুম এখনও বহাল) এবং এর বাহ্যিক অর্থ যদিও ওয়ারিস ও ওয়ারিস নয় এমন সকল পিতা-মাতা ও আত্মীয়কে শামিল করে, তবু এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো খাস, অর্থাৎ, ওয়ারিস নয় এমন পিতা-মাতা (যেমন কাফির পিতা-মাতা) এবং ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়কে (যেমন দাদার পুত্র থাকাবস্থায় নাতিকে) সম্পত্তির অংশ দেয়ার অসিয়ত করা। কেননা, আল্লাহ কুরআনে যাদের জন্য মীরাস সাব্যস্ত করেছেন, তাদেরকে দ্বিতীয়বার দেয়ার বিধান নেই।[১২]

www.pathagar.com

এ বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث

অর্থাৎ, আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং ওয়ারিসের জন্য কোন অসিয়ত করা যাবে না।[১৩]

এ মতের প্রবক্তাদের মূল কথা হলো, ইসলামী শরীয়াতে যাদের জন্য কোন মীরাস দেয়া হয়নি বা শরঈ কোন বাধার কারণে যারা মীরাস থেকে বঞ্চিত আছে, তাদের ক্ষেত্রে অসিয়ত ওয়াজিব হবার বিধানটি প্রযোজ্য হবে।

এ মতটি যারা পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হাসান বসরী, মাসরূক, ত্বাউস, ইয়ায, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, মুসলিম ইবনে ইয়াসার, ক্বাতাদাহ, ইবনে জারীর, ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়ায়হ র. প্রমুখ পন্ডিতগণ।[১৪] এটি ইমাম আহমদেরও একটি মত[১৫] এবং ইমাম শাফেঈর প্রথম মত।[১৬]

ইবনে আব্বাস রা., হাসান ও ক্বাতাদাহ বলেন, "আয়াতটি আম (ব্যাপকার্থক)। নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত এ ব্যাপকার্থ অনুযায়ী আমল করা হতো। মীরাসের আয়াতের মাধ্যমে যাদেরকে ওয়ারিস সাব্যস্ত করা হলো, শুধু তাদের ব্যাপারেই অসিয়তের আয়াতটি আংশিকভাবে মানসুখ হয়েছে।"[১৭] এ কথার অর্থ হলো, যারা ওয়ারিস হয়নি তাদের ব্যাপারে আয়াতটি মুহ্কাম (বহাল)।[১৮] যাহ্হাক, ত্বাউস অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন এবং ইমাম ত্বাবারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এ মতটি সমর্থন করেছেন।[১৯]

ইমাম যুহ্রী বলেন, "কম হোক বেশী হোক, অসিয়ত ওয়াজিব"।[২০]

ইবনে আব্বাস ও হাসান বলেন,

نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء وثبتت للآخرين الذين لا يرثون ، وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة أهل العلم

অর্থাৎ, "সূরা নিসার নির্ধারিত মিরাসের আয়াত দ্বারা পিতা-মাতার জন্য অসিয়ত রহিত হলেও যারা ওয়ারিস হয়নি তাদের ক্ষেত্রে বিধানটি বহাল রয়েছে। এটাই ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ মালেকীর মাযহাব এবং একদল আলেমের অভিমত।"[২১]

ইমাম ত্বাবারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, "একদল আলেম বলেছেন, অসিয়তের আয়াতটি মীরাসের আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গিয়েছে। এর উত্তরে বলা হবে, আরেক দল আলেমের মতে আয়াতটি রহিত হয়নি, বরং এটি মুহ্কাম। এ আয়াতের রহিত হওয়া নিয়ে যখন দু'দল আলেমের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, তখন দলীল ছাড়া একথা মানা যাবে না যে, এটি মানসুখ। বরং দেখা যায়, একই সময়ে সহীহভাবে কোন একটির হুকুমকে বাদ দিয়ে আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব নয়। অথচ

www.pathagar.com

একটি রহিতকারী ও অপরটি রহিত সাব্যস্ত করলে একই সময়ে সহীহভাবে এতদুভয়ের হুকুম প্রয়োগে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর হবে না।[২২]

আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে ত্বাবারী বলেন ঃ

اختلف أهل العلم في حكم هذه الأية لقال بعضهم لم ينسخ الله شيئا من حكمها ، وإنما هي أية ظاهرها عموم في كل والد ووالدة والقريب ، والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع وهو من لا يرث من الميت دون من يرث -

অর্থাৎ, "এ আয়াতটির হুকুমের ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ আয়াতটির কোন হুকুমই রহিত করেননি। বরং বাহ্যিকভাবে এটি ব্যাপকার্থক যা প্রত্যেক পিতা-মাতা ও আত্মীয়কে শামিল করে। কিন্তু মৃতের সম্পত্তি থেকে মীরাস পায় না এ ধরনের আত্মীয়ই এখানে উদ্দেশ্য"।[২৩]

সাইয়েদ কুতুব তার 'ফী যিলালিল কুরআন' গ্রন্থে ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়ের ক্ষেত্রে অসিয়তের এ আয়াতটি রহিত নয়, বরং এর বিধান এখনো বাকী আছে- এ মতের প্রতি তার সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন।[২৪]

আয়াতটি মানসুখ নয়, বরং মুহ্কাম - এ মতের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে 'আল্ মানার' তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

لا دليل على أن أية المواريث بعد أية الوصية هنا ، وبأن السياق ينافي النسخ ، فإن الله تعالى إذا شرع للناس حكما وعلم أنه موقت وأنه سينسخه بعد زمن قريب فإنه لا يوكده ويوثقه بمثل ما أكد به أمر الوصية هنا من كونه حقا على المتقين ، ومن وعيد من بدله ، بإمكان الجمع بينهما إذا قلنا إن الوصية في أية الوصية مخصوصة بغير الوارث بأن يخص القريب هنا بالممنوع من الإرث ولو بسبب اختلاف الدين ، فلو أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران فله أن يوصي لهما بما يؤلف به قلوبهما فقد أوصى الله بحسن معاملة الوالدين وإن كانا كافرين -

অর্থাৎ, "এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই যে, অসিয়তের আয়াতটির পরে এখানে মীরাসের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের 'সিয়াক' (পূর্বাপর বাকরীতি) মানসুখ হওয়াকে

www.pathagar.com

সমর্থন করে না। কেননা, আল্লাহ যখন মানুষের জন্য কোন বিধান প্রণয়ন করেন এবং জানেন যে, তা একটি সাময়িক বিধান এবং অচিরেই তিনি তা রহিত করবেন, তখন তাকীদ দিয়ে সে বিধানকে শক্তিশালী করেন না। অথচ অসিয়তের বিষয়টিকে এখানে তাকীদ করা হয়েছে 'মুত্তাকীদের জন্য ওয়াজিব' এবং 'যে তা পরিবর্তন করবে, তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে' এ কথা বলে। তদুপরি আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব, যদি আমরা বলি যে, অসিয়তের আয়াতে উল্লিখিত অসিয়ত ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়ের সাথে খাস। যেমন আত্মীয় দ্বারা সেই বিশেষ আত্মীয় বুঝানো উদ্দেশ্য, যিনি অন্য ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে মীরাস থেকে বঞ্চিত থাকেন। অতএব, যদি কোন কাফির ইসলাম গ্রহণ করার পর তার মৃত্যুকালে তার বাবা-মা উপস্থিত থাকেন, তাহলে তাদের জন্য এ পরিমাণ অসিয়ত করা যেতে পারে যা তাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। কেননা, কাফির হলেও আল্লাহ বাবা-মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছেন।"[২৫]

যারা আয়াতটিকে মানসুখ বলেছেন ইমাম ইবনে হাযম তাদের দাবী অপনোদনে তাঁর 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে বলেন ঃ

نحن نقطع ونبت ونشهد أن لا سبيل إلى نسخ ناسخ ورد حكم منسوخ دون بيان وارد لنا بذلك ـ

অর্থাৎ, "আমরা নিশ্চিতরূপে জানি এবং সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের কোন বর্ণনা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে রহিতকারী সাব্যস্ত করা এবং কোন বিধানকে মানসুখ হিসাবে ফিরিয়ে দেয়ার কোন পথ নেই"।[২৬]

তিনি আরো বলেন ঃ

فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما لرق وإما لكفر وإما لأن هنالك من يحجبهم من الميراث أو لأنهم لا يرثون ـ

অর্থাৎ, "প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয হলো দাসত্বের বন্ধনে থাকার কারণে কিংবা কুফরীর কারণে অথবা মীরাস থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে বা প্রকৃতই ওয়ারিস না হওয়ার কারণে যে সকল আত্মীয়-স্বজন উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না, তাদের জন্য অসিয়ত করা.... ।"[২৭]

এ প্রসঙ্গে ইবনে উমর রা. থেকে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকেও দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।[২৮]

হাদীসটি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ما حق امرء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ، وفي رواية ثلاث

www.pathagar.com

ليال ، إلا ووصيته مكتوبة عنده -

অর্থাৎ, কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এটা সমীচীন নয় নিজের কাছে অসিয়ত লিপিবদ্ধ না করে দুই বা (কোন কোন বর্ণনায়) তিন রাত সে অতিবাহিত করবে।[২৯]

উল্লেখ্য, আলেমদের মধ্যে অনেকে আবার এ মত পোষণ করেন যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত ওয়াজিব হওয়ার আয়াতটি সম্পূর্ণভাবে রহিত ও মানসুখ হয়ে গিয়েছে। তাফসীর আল্-মানার গ্রন্থে বলা হয়েছে, অধিকাংশ আলেম মনে করেন যে, অসিয়তের আয়াতটি রহিত হয়েছে, কিংবা হাদীসটিকে যদি মীরাসের আয়াতের বর্ণনাকারী হিসাবে ধরে নেয়া হয়, তাহলে যুগপৎ হাদীস ও মীরাসের আয়াত দুটো দ্বারাই অসিয়তের আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে।[৩০] অধিকাংশ হানাফী আলেম এ মত পোষণ করেন।[৩১]

ইমাম মালেক, শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মতও এটাই।[৩২]

এ সকল আলেমের মতে 'অসিয়তে ওয়াজিব' হচ্ছে সেই অসিয়ত যা ঋণ, ধার দেয়া ও আমানত সম্পর্কে করা হয়। তারা ইবনে উমরের উপরোক্ত হাদীসটিকে অসিয়তে ওয়াজিবার এ অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন।[৩৩]

তবে সবদিক বিবেচনা করে সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রথম মতটিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা যায় এবং তা নিম্নলিখিত কারণে ঃ

এক ঃ অসিয়তের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছু কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে নেই। কেননা, নাসেখ ও মানসুখ -এর মধ্যে contradiction বা বিরোধ থাকা জরুরী, যাতে উভয়ের মধ্যে কোন মতেই সঙ্গতি সাধন করা না যায়। বরং অসিয়তের এ আয়াত ও মীরাসের আয়াতসমূহের মধ্যে একটা সুসঙ্গতি স্থাপন করা সম্ভব। সেটি এভাবে যে, মীরাসের আয়াতসমূহ ওয়ারিসদেরকে নির্ধারণ করে তাদের প্রাপ্য অংশ বর্ণনা করেছে। আর অসিয়তের আয়াত আত্মীয়দের শ্রেণী নির্ধারণ না করেই বিষয়টিকে উন্মুক্ত রেখেছে। সে আলোকে যে সব আত্মীয় মীরাস পাবে না তাদের জন্য অসিয়ত করা জরুরী।

দুই ঃ আত্মীয়-স্বজনকে সম্পদের কিয়দংশ দেয়া প্রসঙ্গে কুরআনে একাধিক আয়াত এসেছে, যেগুলো মানসুখ হয়েছে এমন কথা কেউই বলেননি। এসব আয়াতের মধ্যে রয়েছে ঃ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ -

অর্থ ঃ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য। (সূরা আল্-ইস্রা ঃ আয়াত ২৬)

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى -

www.pathagar.com

অর্থ ঃ এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজনকে ধন-সম্পদ প্রদান করে। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত ১৭৭]

তিন ঃ বাবা কিংবা মায়ের জীবদ্দশায় অনেক সময় সন্তানের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে থাকে। বাবা-মায়ের মৃত্যুকাল পর্যন্ত যদি সে সন্তান জীবিত থাকত, তাহলে সে তাদের উভয়ের উত্তরাধিকারী হতো। কিন্তু সে তাদের উভয়ের কিংবা যে কোন একজনের পূর্বে মারা যাওয়ার কারণে তার ভাইয়েরাই শুধু মীরাস পাবে এবং তার সন্তানগণ কঠিন দারিদ্র্যে পতিত হবে। ইয়াতীম হয়ে উপার্জনক্ষম অভিভাবক হারানো ছাড়াও তাদের কপালে জোটে দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও পারিবারিক সম্পত্তির অসম বণ্টন। ফলশ্রুতিতে মীরাস থেকে লব্ধ সম্পত্তি পেয়ে পরিবারের কেউ হয় বিত্তশালী, আবার বাবার ত্বরিত মৃত্যুতে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে কেউ হয় পথের ভিখারী। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ পরিবারগুলো অধিকাংশ সময়ই বাবা-মায়ের মৃত সন্তানের ছেলেমেয়েদের জন্য অসিয়ত করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কিন্তু যুগের হাওয়া আজ পাল্টে গেছে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা কমে গেছে, পারিবারিক সম্প্রীতি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে কিংবা নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে আজ ইসলামী শরীয়াত থেকে গৃহীত এমন আইন দ্বারা এ অবস্থার সমাধান হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে, যা দাদা/দাদীকে তাদের মৃত সন্তানের সন্তান তথা পৌত্র-পৌত্রীর জন্য অসিয়ত করাতে বাধ্য করবে।

অসিয়ত না করলে কি হবে ?

ইমাম ইবনে হাযম এ অসিয়তকে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কর্তৃক বাধ্যতামূলক (الإلزام القضائي) বলে উল্লেখ করেন।[৩৪] সে অনুযায়ী যদি মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার-স্বত্ব পায়নি এমন আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করা থেকে বিরত থাকে, কিংবা সে অসিয়ত করতে চেয়েছিল কিন্তু অসিয়তের পূর্বেই যদি তার মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে ওয়ারিসদের কর্তব্য হবে তা কার্যকর করা। যদি ওয়ারিসগণও বিরত থাকে, তাহলে তাদেরকে তা করতে বাধ্য করার ব্যাপারে শাসনকর্তা বা কাযীর অধিকার রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি দলীল হিসাবে নিম্নের হাদীস ও আছার উল্লেখ করেন ঃ

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم إن أمي افتتلت نفسها (أى ماتت فجأة) وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال «نعم تصدق عنها».

অর্থাৎ, আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মা আকস্মিকভাবে মারা যান। আমার মনে হয় কথা বলতে পারলে তিনি সদকা করতেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে সদকা আদায় করতে পারব ?

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "হাঁ তার পক্ষ থেকে তুমি সদকা আদায় কর।"[৩৫]

যিনি সদকা দেয়ার অসিয়ত করেননি বা করতে পারেননি, তার পক্ষ হতে সদকা আদায় করা হলে তা হবে অত্যন্ত সঙ্গত- এ হাদীসটি সে প্রমাণই বহন করছে। মৃত ব্যক্তির নফল সদকা দিতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন সদকা আদায়ের জন্য। এর অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে ওয়াজিব অসিয়তের বিষয়টি শক্তভাবে কার্যকর করার ব্যাপারটি বোধগম্য হবে।

عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال «نعم»۔

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, আমার বাবা অসিয়ত না করেই সম্পদ রেখে মারা গিয়েছেন, আমি তার পক্ষ থেকে অসিয়ত করলে তা কি যথেষ্ট হবে ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ।[৩৬]

মৃত ব্যক্তি অসিয়ত না করলেও যে অসিয়ত কার্যকর করার উপযোগিতা ক্ষুণ্ন হবে না হাদীসটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাঁ-বাচক উত্তর সেদিকের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে।

عن طاوس أنه قال : ما من مسلم يموت لم يوص إلا وأهله أحق أو محقون أن يوصوا عنه ۔

অর্থাৎ, তাউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'অসিয়ত না করে যে কোন মুসলিমই মারা যায়, তার পরিবারবর্গের উচিত তার পক্ষ থেকে অসিয়ত করা।'[৩৭]

এ ক্ষেত্রে ইবনে হাযম শরীয়াতের একটি মূলনীতির উপর তার মতের ভিত্তি স্থাপন করেন। মূলনীতিটি হলো, "জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাসনকর্তার অধিকার রয়েছে মুবাহ কোন বিষয়ে হুকুম করা। আর যখনই শাসনকর্তা তা করবে জনসাধারণের জন্যে তা মান্য করা ওয়াজিব হয়ে য়াবে। কেননা, শাসনকর্তার নির্দেশ শরীয়াতের হুকুম হিসাবে বিবেচিত হয়।[৩৮]

তাছাড়া, অসিয়তকে যদি আমরা বান্দার হক বলে মনে করি, তাহলে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত না করা সত্ত্বেও ওয়াজিব হওয়ার কারণে তা নিয়মানুযায়ী কার্যকর করার ব্যাপারটি স্পষ্ট। কেননা, ঋণ বা আমানত প্রভৃতি বান্দার হকের সাথে যা কিছু সংশ্লিষ্ট মৃতব্যক্তি অসিয়ত না করলেও সেগুলো প্রকৃত দাবীদারদেরকে পৌঁছিয়ে দেয়া বাধ্যতামূলক। আর যদি অসিয়তকে আমরা ধর্মীয় আমল তথা আল্লাহর হক বলে মনে

www.pathagar.com

করি, তাহলেও ওয়ারিসদের উচিত এ আমলটি বাস্তবায়ন করা। আমরা এর সমর্থন পাই নিচের হাদীসটি থেকে ঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ، قال نعم ، قال فدين الله أحق أن يقضى -

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মা এক মাসের রোযা ফরয থাকা অবস্থায় মারা যান। এখন এ রোযাগুলো আমি তার পক্ষ থেকে পালন করব কি ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হাঁ। কেননা, আল্লাহর ঋণ পূরণ করা অধিকতর সমীচীন।"[৩৯]

হিশাম কুবলানের মতে, এ ক্ষেত্রে ইবনে হাযমের মতটি বাস্তবায়িত হওয়ার কারণ হলো, তার মাযহাব মুসলিম কোন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি, যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল অন্যান্য মাযহাবসমূহ।[৪০]

আরো লক্ষ্য করার বিষয় হলো, যে সকল দেশের আইনে ওয়াজিব অসিয়তের মাধ্যমে পৌত্র-পৌত্রীকে সম্পত্তি দেয়ার বিধান ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন মিসর, সিরিয়া, লেবানন, কুয়েত) সে সব দেশ ইবনে হাযমের মতানুসারে অসিয়ত না করা অবস্থায় বিষয়টিকে রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার অধীন করেছে। অর্থাৎ, বিধি মোতাবেক যতটুকু ওয়াজিব ছিল, আদালত ততটুকু দেয়ার নির্দেশ কার্যকর করতে পারবে।

অসিয়তের নেসাব

নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য অসিয়তের সুনির্দিষ্ট কোন নেসাব শরীয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি। তবে সাধারণভাবে অসিয়তের সর্বোচ্চ নেসাব নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমন শুরুতে আমরা বর্ণনা করেছি। তাই সর্বোচ্চ নেসাবের মধ্য থেকে অসিয়তের পরিমাণের ক্ষেত্রে কমবেশী হতে পারে। কেননা, নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ হয়ে থাকে শুধু ওয়ারিসদের ক্ষেত্রে। তবে শরীয়াতে পরিমাণ নির্ধারিত না হওয়া সত্ত্বেও মৃত ছেলে জীবিত থাকলে যতটুকু পেতো পৌত্র-পোত্রীর জন্য যদি সে পরিমাণ অসিয়ত করা হয়, তা যদি মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশী না হয়, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

সৌদী আরবস্থ ইফ্তা ও ইল্মী গবেষণার স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ 'এক ব্যক্তির দুই ছেলে, ছয় মেয়ে ও তিন স্ত্রী ছিল। তিনি এখনো জীবিত আছেন। তার বড় ছেলে কয়েকজন ছেলে ও মেয়ে রেখে মারা যায়। উক্ত ব্যক্তি তার বড় ছেলে বেঁচে

www.pathagar.com

থাকলে যতটুকু মীরাস পেতো ততটুকু তার সে ছেলের সন্তানদেরকে দিয়ে দিতে চাচ্ছে। এটা কি শরীয়াতে জায়েয ? যদি মীরাসের ক্ষেত্রে এ সন্তানদেরকে তাদের মৃত বাবার স্থলাভিষিক্ত করা জায়েয না হয়, তাহলে দাদার জন্য নিজের সম্পদ থেকে মৃত ছেলের সন্তানদের জন্য মৃত্যুর পূর্বেই ঐ পরিমাণ অংশ অসিয়ত করা কি জায়েয হবে, যে পরিমাণ উক্ত সন্তানদের বাবা জীবিত থাকলে তারা বাবার মৃত্যুর পর পেতো ?'

কমিটির উত্তর ছিল ঃ 'উক্ত ব্যক্তির জন্য তার মৃত ছেলের সন্তানদেরকে তাদের বাবা জীবিত থাকলে যে পরিমাণ পেতো সে পরিমাণ দেয়া জায়েয আছে। এ সম্পদ সে তার সুস্থাবস্থায় তাদেরকে দিতে পারে। এ ছাড়া তার জন্য এটাও জায়েয যে, সে এ সন্তানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ অসিয়ত করবে, যদি তারা তাদের দাদার ওয়ারিস না হয়ে থাকে এবং যদি এটাই একমাত্র অসিয়ত হয়ে থাকে।'[৪১]

এ কমিটিকে অন্য আরেকটি প্রশ্নে বলা হয়েছিল ঃ 'আমার একটি বিবাহিত সন্তান পাঁচ সন্তান রেখে মারা যায়। এ সন্তানদের মৃত বাবা আমার সম্পত্তি থেকে তাদের চাচাদের সাথে যতটুকু পাওয়ার অধিকারী ছিল ততটুকু কি আমি তাদের জন্য অসিয়ত করতে পারি ? তারা চার ভাই দুই বোন। তাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম সম্পত্তির অসিয়ত করা আমার জন্য জায়েয হবে কিনা আমি সে প্রশ্নের উত্তর আশা করি।'

কমিটির উত্তর ছিল ঃ 'আপনার মৃত ছেলের সন্তানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম সম্পত্তির অসিয়ত করা আপনার জন্য জায়েয। কেননা, তারা আপনার ওয়ারিস নয়।'[৪২]

প্রমাণপঞ্জি

১. কিতাবুল ফারায়েয, পৃঃ ৭২।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফারায়েয, হাদীস নং-৬৭৩৫।
৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬২৩৫ ও ৬২৩৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩০২৮ ও ৩০২৯।
৪. আত-তাহকীকাত আল-মারযিইয়াহ ফিল মাবাহিস আল-ফারযিইয়াহ, পৃঃ ১১৩।
৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।
৬. আত্-তাহকীকাত আল-মারযিইয়াহ ফিল মাবাহিস আল-ফারযিয়াহ, পৃঃ ১৬০।
৭. ইফ্তা ও ইলমী গবেষণার স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়া নং ১৫৭৫০, খন্ড ১৬ পৃঃ ৪৮৮। এ ফাতওয়ার কমিটিতে ছিলেন আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায

www.pathagar.com

(চেয়ারম্যান), আবদুল্লাহ বিন গুদাইয়ান, ড. সালেহ ফাওযান, আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আল-শায়খ এবং ড. বকর বিন আবদুল্লাহ আবূ যায়েদ।

৮. ইসলামে ওয়াজিব অসিয়তের বিধান পৃঃ ৫৩, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৬৯।

৯. 'নিয়মানুযায়ী' বলতে এখানে শরীয়াত সমর্থিত নিয়মকে বুঝানো হয়েছে। আর তা হলো এক-তৃতীয়াংশ বা এর কম পরিমাণ অসিয়ত করা। কেননা, সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশকে হাদীসে অসিয়তের সর্বোচ্চ নেসাব বলা হয়েছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কতটুকু পরিমাণ অসিয়ত করা যাবে, আলোচনার শেষ পর্যায়ে 'অসিয়তের নেসাব' শিরোনামে আমরা তা আলোচনা করেছি।

১০. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা.-এর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক-তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়তের অনুমতি দেননি। এছাড়া আরেকটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم অর্থাৎ, "আল্লাহ তোমাদের মৃত্যুর সময় তোমাদের এক-তৃতীয়াংশের সম্পদকে তোমাদের আমলে বাড়িয়ে দিয়েছেন।" হাফেয ইবনে হাজার আল্-হাইসামী বলেন, ত্বাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটির সনদ হাসান, হাদীসটি ইমাম আহমদ ও দারা কুত্নীও বর্ণনা করেন।

১১. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৫-১১৬।

১২. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৬, তাফসীরে কুরতুবী ২/২৬০।

১৩. নাসাঈ ছাড়া সুনান গ্রন্থসমূহের অন্য সকল গ্রন্থকার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলে উল্লেখ করেছেন।

১৪. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৬-১১৭ তাফসীরে কুরতুবী ২/২৬০।

১৫. আল্ মুগ্নী ঃ ইবনে কুদামাহ ৬/৪৪৪-৪৪৫।

১৬. আল্-মাজমূ' ঃ ইমাম নববী ১৫/ ৩৯৯।

১৭. তাফসীরে কুরতুবী ২/২৬০।

১৮. প্রাগুক্ত ২/২৬০।

১৯. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৫-১১৬,১২১।

২০. প্রাগুক্ত ২/১২১।

২১. তাফসীরে কুরতুবী ২/২৬৩।

২২. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৬।

২৩. প্রাগুক্ত ২/১১৭।

২৪. ফী যিলালিল কুরআন ১/১১৬।

২৫. তাফসীরুল মানার ২/১৩৬।

২৬. আল্-মুহাল্লা, খন্ড ৯ মাসআলা নং ১৪৪৭।

www.pathagar.com

২৭. আল্-মুহাল্লা, খন্ড ৯ মাসআলা নং ১৭৫১।

২৮. আল-মুহাল্লা, খন্ড ৯ মাসআলা নং ১৭৪৯।

২৯. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

৩০. তাফসীর আল-মানার ২/১৩৬।

৩১. আহকামুল কুরআন ঃ আবূ বকর আল্-জাস্সাস ১/৭১, আহ্কামুল কুরআন ঃ থানবী, প্রথম খন্ডের প্রথম ভাগ পৃঃ ৫৭।

৩২. তাফসীরে কুরতুবী ২/২৫৯, আল-মাজমূ' ১৫/৩৯৯, আল্-মুগ্নী ৬/৪৪৪।

৩৩. আহকামুল কুরআন ঃ আবূ বকর আল-জাস্সাস ১/৭১, আল্-মুগ্নী ৬/৪৪৫।

৩৪. আল্-মুহাল্লা, খন্ড ৯, মাসআলা নং

৩৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৯৯ ও ২৫৫৪ ও সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ১৬৭২, ৩০৮২ ও ৩০৮৩।

৩৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০৮২।

৩৭. আল্-মুহাল্লা, খন্ড ৯।

৩৮. ইসলামে ওয়াজিব অসিয়তের বিধান পৃঃ ৫৫।

৩৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১৭, ২৫৫৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮।

৪০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৩।

৪১. সৌদী আরবস্থ ইফ্তা ও ইল্মী গবেষণার স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়া নং ১০৬১৭, খন্ড ১৬ পৃঃ ৩১৯-৩২০। এ ফাতওয়ার কমিটিতে ছিলেন আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন গুদাইয়ান।

৪২. প্রাগুক্ত, ফাতাওয়া নং ১৮৯১৮, খন্ড ১৬ পৃঃ ৩২৩। এ ফাতওয়ার কমিটিতে ছিলেন আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (চেয়ারম্যান) আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আল- শায়খ (ভাইস চেয়ারম্যান) ড. সালেহ আল-ফাওযান এবং ড. বকর বিন আবদুল্লাহ আবূ যায়েদ।

www.pathagar.com

মুসলিম পারিবারিক আইন ও একাধিক বিবাহ

ড. হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

সমাজে বহু বিবাহ প্রথা একটি বহুল আলোচ্য বিষয়ে রূপ নিয়েছে, আবার এটাকে বিতর্কিত বিষয়ও মনে করা হয়। বহু বিবাহ কি ? কখন এটার প্রচলন ? এর বৈধতা এবং অবৈধতা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি এবং দেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইনে এর কার্যকারিতা কতটুকু– এসব বিষয় আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

বহু বিবাহ, এর অর্থ হলো, একজন স্ত্রীর বর্তমানে আরেক জনকে বিবাহ করা। এর দুটো পদ্ধতি প্রচলিত। এক. স্ত্রীর মৃত্যু অথবা স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হবার পর আরেক জনকে বিবাহ করা। দুই. স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিশেষ প্রয়োজনে একের বেশী বিয়ে করা।

ইতিহাসের আলোকে একাধিক স্ত্রী প্রথা ইসলাম আগমনের বহু পূর্ব থেকে চলে এসেছে। আরবদের মধ্যে এর প্রচলন ছিল বেশী। একাধিক স্ত্রী রাখার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন বিধি-বিধান ছিল না। কোন বাধ্যবাধকতাও ছিল না। বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইহুদী, খৃষ্টান, আর্য, হিন্দু এবং পার্সিকদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা বিদ্যমান ছিল।[১] সেই সঙ্গে স্ত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হতো বেশী। এতীম মেয়েদের লালন-পালনের নামে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন ও কুক্ষিগত করার জন্য তাদের স্ত্রী বানিয়ে রাখা হতো। কিন্তু ইসলাম এসে বহু বিবাহ প্রথাকে শৃংখলাবদ্ধ করে এবং এ ব্যাপারে কার্যকর বিধান সাব্যস্ত করে। বহু বিবাহের ছড়াছড়িকে নিয়ন্ত্রণ করে নারীদের নির্যাতনের অবসান ঘটায়। সেই সাথে তাদের বঞ্চিত অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

লেখক ঃ প্রধান, দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

www.pathagar.com

কুরআন মজীদে নারী উল্লিখিত সূরা (নিসা) সূচনা করা হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। কেননা, তৎকালীন সময়ে নারীদের অধিকার হরণ এবং বিশেষত বহু বিবাহের দ্বারা সম্পদ আত্মসাৎ করা হতো। তাদের উপর দৈহিক ও মানসিক নিপীড়ন চলতো। সূরার সূচনায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয়, তাদের ব্যাপারে পুরুষদের সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বহু বিবাহের ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করা হয়, তাদের অধিকার নষ্ট, ছলনা-চতুরতার দ্বারা তাদের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়।

বহ বিবাহ বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। যেমনটি কুরআনের উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়। বরং প্রয়োজন ও পরিস্থিতির তাড়নায় এটা বৈধ হতে পারে। তবে এর সাথে শর্ত যোগ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে একের অধিক স্ত্রীদের সাথে ইনসাফ ভিত্তিক আচরণ করা। অর্থাৎ স্ত্রীদের মৌলিক অধিকার তথা খাওয়া, পরা, বাসস্থান ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাম্য কায়েম রাখা। যদি এমন করতে অপারক হয় অথবা সাম্য বজায় না রাখার আশঙ্কা থাকে, তবে একজন স্ত্রীই যথেষ্ট মনে করতে হবে। একাধিক স্ত্রী রাখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়, তবে আদল ও ইনসাফটি বাধ্যতামূলক। ইনসাফ লংঘন করার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। হাদীসে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র নবী সা. বলেছেন, "স্ত্রীদের সাথে ইনসাফ করতে ব্যর্থ স্বামীরা কিয়ামতের মাঠে বিকলাঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত হবে।"[২]

হাশরের দিন এমন ব্যক্তির অবস্থাই প্রমাণ করে যে, স্ত্রীদের সাথে অন্যায় ব্যবহারের শাস্তি এরূপ। কোন কোন ফিক্‌হবিদ বহু বিবাহকে বাধ্যতামূলক বলেছেন।[৩] অর্থাৎ সামর্থ থাকাবস্থায় এবং প্রয়োজনে একের অধিক বিবাহ করা আবশ্যিক। এ মতটি দুর্বল বলে অধিকাংশের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। বহু বিবাহের ব্যাপারে ইসলামের আরেকটি বিধান হচ্ছে চারজনের অধিক বিবাহ নিষিদ্ধ। কুরআনের সূরা নিসা -এর প্রথমাংশটি নাযিল হবার পর একজন সাহাবী নবীর সা. দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, এতদিন যাবত আমার অধীনে দশজন স্ত্রী আছে, এখন আমার কি করণীয় ? তিনি তাকে বললেন, তোমার জন্য চারজন বৈধ। অতএব, তাদের মধ্য থেকে যে কোন চারজনকে রেখে বাদ-বাকীদের বিদায় করে দাও।" এখানে এও করণীয় যে, নবীর জন্য চারের অধিক স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে বিশেষ অনুমতি ছিল। কিন্তু এইটা ছিল বিশেষ কারণে; মানবতার বিশেষ তাগিদে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিকতার প্রয়োজনে। যেটা উল্লেখ করতে হলে বহু পৃষ্ঠার প্রয়োজন।[৪]

একাধিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

বহু বিবাহের ব্যাপারে এককালে অনিয়ম ও অশৃংখলতা ছিল। ইসলাম এসে তাকে সুশৃংখল ও নিয়মতান্ত্রিক করেছে, তা না হলে সমস্যা সমস্যাই থেকে যেতো। নির্ঝঞ্ঝাট

www.pathagar.com

সমাজ ও নিষ্কলুষ জীবনই ইসলামের কাম্য। যে সমাজে নারীর সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেশী, যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে যে সমাজের বেশীর ভাগ পুরুষ নিহত, নারী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণের ফলে যে সমাজের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত, অসংখ্য জারজ সন্তানের কারণে যে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত, যে সমাজের লোকেরা মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত শিশুদের লালন-পালনের ব্যাপারে উদাসীন, সে সমস্ত সমাজে বহু বিবাহ প্রথার বিশেষ প্রয়োজন। জার্মানীতে এক সময়ে বহু বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু সামাজিক পর্যায়ের নানাবিধ সমস্যার কারণে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপুল পরিমাণ পুরুষ নিহত হবার এবং মেয়েদের চেয়ে পুরুষের সংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পাবার ফলে সেটাকে বৈধ করা হয়। সে দেশের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা বলেন, জার্মানীর বর্তমান সমস্যার সমাধান সম্ভব একাধিক বিবাহের দ্বারা। একজন ব্যর্থ স্বামীর দম্পতি হওয়ার চেয়ে একজন সামর্থবান স্বামীর একাধিক দম্পতির সঙ্গে বাস করা আমার জন্য বহু উত্তম। এটা কেবল আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি নয়, বরং আমার মত প্রায় সব জার্মান মেয়েদের একই উপলব্ধি।[৫] বহু বিবাহ প্রথাটি কখনো কখনো সুখী পারিবারিক জীবনের জন্য অপরিহার্য। পাশ্চাত্যের বহু নারী এখন তা উপলব্ধি করছেন। এর একটি বাস্তব উদাহরণ ইহুদী ধর্ম থেকে ইসলামে দীক্ষিত আমেরিকান মরিয়ম জামিলা। তিনি তাদেরই মধ্যকার একজন যারা বহু বিবাহের জোরালো সমর্থক। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বেচ্ছায় এমন একজনকে জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছেন যিনি একজন স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সংসার করে আসছেন।[৬] জার্মানীর আইনে একাধিক বিবাহ মানবতা বা নৈতিকতার পরিপন্থী নয়।

একাধিক বিবাহ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

যেমন : এক. স্ত্রীহারা স্বামী। অর্থাৎ, যার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছে অথবা বিচ্ছেদ হবার কারণে স্বামী অন্য বিবাহ করতে পারবেন। নিজের সেবাযত্ন, নিজ শিশু সন্তানের মাতৃস্নেহ দেয়ার জন্য যদি দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন, তাতে কোন বাধা নেই। দুই. দুরারোগ্য স্ত্রীর স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবেন। অর্থাৎ, এমন ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রী, যার সুস্থ হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। অথবা স্ত্রী বন্ধ্যা, মানসিক ভারসাম্যহীন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার স্বামী আরেক জনকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করতে পারেন। তিন. সমাজের মধ্যে যদি এমন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা থাকেন যারা অবহেলিত, অসহায়, এতীম সন্তানদের নিয়ে কঠিন জীবন-যাপন করছে, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে তাদের বিবাহ করা প্রয়োজন হয়ে যায়। এটা বৃহত্তর মানবতার দাবীও বটে। চার. বদমেযাজ ও রুক্ষ-উগ্র স্বভাবের স্ত্রীর নিষ্ঠুর আচরণের কারণে দ্বিতীয় বিবাহ ছাড়া অনেকের উপায় থাকে না। পাঁচ. কোন স্বামী নিজের দৈহিক প্রয়োজনে একের অধিক

www.pathagar.com

বিবাহের প্রয়োজন বোধ করলে ইসলামের বিধানে তা নিষেধ নয়। ছয়. সন্তান ও বংশ বিন্যাসের উদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ে করা যেতে পারে। সাত. সমাজে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার তুলনায় বেশী হবার কারণে ব্যভিচার থেকে তাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে একাধিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এগুলো ছাড়া বহু বিবাহের বৈধতার আরো বহু কারণ দেখা দিতে পারে। কুরআনে উল্লিখিত দুটি শর্তের ভিত্তিতে এই বহু বিবাহ সম্ভব।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে একাধিক বিবাহ

এ ব্যাপারে আমাদের সমাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

ক. উপরোল্লিখিত প্রয়োজনের তাগিদে এবং সেই সাথে ইসলামের শর্ত সাপেক্ষতা সত্ত্বেও বহু বিবাহকে কটু দৃষ্টিতে দেখা হয়। এমনকি এতে বহু ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। স্ত্রী-পরলোকগত স্বামী নিজের প্রয়োজনে আবার বিয়ে করতে চাইলে সন্তান-সন্ততি অথবা আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে নানা বাধা সৃষ্টি করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পিতাকে দৈহিক ও মানসিক শাস্তি দেয়া হয়। ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। অথচ একজন স্ত্রীর প্রয়োজন কতটুকু সেটা কেবল তিনি উপলব্ধি করেন যিনি আপন স্ত্রীকে হারিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়, এখানে অন্যের হস্তক্ষেপ কাম্য হতে পারে না। দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার জোরপূর্বক খর্ব করা মহা অন্যায়। তৃতীয়ত, পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তাকে নিপীড়নের লক্ষ্য বানানোর মত অন্যায় অমার্জনীয়।

খ. সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা স্ত্রীকে কেবল সম্ভোগের জন্য ব্যবহার করে। স্ত্রী যে পুরুষের জীবনসঙ্গিনী, সংসারের সৌন্দর্য, পারিবারিক শান্তি সেটা উপলব্ধি করতে চায় না। সাধারণ পণ্য হিসেবে তারা নারীদের বিয়ে করে। কিছু দিন ভোগ করার পর তাদের ছুঁড়ে মারে। আবার আরেকজনকে শিকার বানায়। কিছু লোক অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে বহু বিবাহ করে। কিছু লোক প্রথমা স্ত্রীকে মানসিক শাস্তি এবং উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য বহু বিবাহ করে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক প্রথমা স্ত্রীর অজান্তে অথবা আত্মীয়-স্বজনকে না জানিয়ে অন্য শহরে গিয়ে বিয়ে করে। এ ধরনের আরো বহু কারণে লোকেরা বিবাহ করে যা কুরআন-হাদীসের শাশ্বত বিধানের পরিপন্থী। এটা সামাজিক অপরাধ। এর প্রতিরোধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা প্রয়োজন।

গ. আমাদের সমাজে আরেকটি প্রথা প্রচলিত, যাকে মূর্খতা বা বৈরাগ্য বলা যায়। সেটা হলো বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা। মৃত স্বামীর স্ত্রীদের বলপূর্বক

www.pathagar.com

সাদা কাপড় পরার জন্য বাধ্য করা, তাদেরকে অলঙ্কারাদি মুক্ত রাখা, ঘরের চার দেয়াল হতে বের হতে নিষেধ করা, তাদেরকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা ইত্যাদি। অথচ অন্যান্য মহিলার মত তাদেরও পূর্ণ অধিকার রয়েছে এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার। পছন্দের স্বামীর কাছে পুনরায় বিয়ে বসার। মৃত স্বামীর জন্য শরীয়াতসম্মত ইদ্দত পিরিয়ড অতিক্রম করার পর, বা তালাকের ইদ্দত পালনের পর তারা নিজেদের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার রাখে। তাদেরকে অন্যত্র বিবাহ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখার মানে তাদের উপর যুলুম করা এবং সমাজের মধ্যে অন্যায় ও ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেয়া, যেটা সমাজ তথা দেশের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। এ সকল প্রেক্ষিতে বহু বিবাহ নারীদের স্বার্থের অংশ বিশেষ। ইসলামের অগণিত অবদানের মধ্যে এটা অন্যতম। বহু বিবাহের দ্বারা বিধবা মহিলাগণ নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেন। আদর্শ স্বামীর স্নেহমমতা ও ভালবাসার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। অন্যদের মত তাদেরও মা হবার আকাংখা থাকে। তারাও চান অন্ধকার ও বর্বরতার নাগপাশ থেকে বের হয়ে সাধারণ নাগরিকের ন্যায় সুখের জীবন কাটাতে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে স্বামী-বিচ্ছিন্ন এবং অবিবাহিত নারীরা আজ সমাজের তথা রাষ্ট্রের জন্য বড় ধরনের সংকট হয়ে আছে, যার সমাধান সম্ভব হয়ে উঠছে না। কিন্তু ইসলাম এর যথাযথ সমাধান দিতে পেরেছে।

মুসলিম পারিবারিক আইন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট

বলা বাহুল্য, ইসলাম অনুমোদিত একাধিক বিবাহ নীতির অপব্যবহার, অপব্যাখ্যা এবং এরই ফলশ্রুতিতে নারী নির্যাতন, তাদের সাথে প্রতারণামূলক আচরণ রোধের জন্য ১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারী করেন। যা আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে এখনো বলবৎ রয়েছে। অধ্যাদেশটি নিম্নরূপ: বিবাহ, তালাক ইত্যাদির সবটাই এখনও একই অধ্যাদেশের আওতায় চলছে। সমাজে উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে হয়তো এ অধ্যাদেশের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু অধ্যাদেশের মধ্যে দুটি ধারায় এমন কিছু বিষয় উল্লিখিত, যা ইসলামী বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। অধ্যাদেশটি জারী করার সময় সাবেক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দেশ বরেণ্য উলামা ও আল্লামাগণ সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো রহিত করার জন্য দাবী জানান ও আন্দোলন করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধান সমস্ত দাবী-দাওয়া এড়িয়ে আইনটি সবার উপর চাপিয়ে দেন। বলতে গেলে এ আইনটি এখনো অনুরূপ বহাল। ইসলামী আইন- বিধানের আলোকে এর সংশোধন জরুরী। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়টি দীর্ঘ হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় এখানে কেবল বহু বিবাহের অধ্যাদেশের বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বহু বিবাহ (ploygamy) সংক্রান্ত মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ১নং ধারায় উল্লিখিত যে, সালিসী পরিষদের লিখিত পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির একটি বিবাহ বলবৎ থাকলে আরেকটি বিবাহ করতে পারবে না এবং পূর্ব অনুমতি গ্রহণ না করে এ জাতীয় কোন বিবাহ হলে তা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ অনুসারে রেজিষ্ট্রি হবে না। আইনে উল্লিখিত ধারায় সালিসী পরিষদের কাছ থেকে অনুমোদনের বিষয়টি ইসলামের বিধান বহির্ভূত। কারণ দ্বিতীয় বিবাহ করা বা না করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার স্বামীর অথবা বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলার। অন্য কোন ব্যক্তির এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তবে সিদ্ধান্ত কার্যকারিতার ব্যাপারে আদালত অথবা সালিসী পরিষদের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সমাজের মধ্যে দ্বিতীয় বা একাধিক বিয়ের সুযোগ থাকা উচিত প্রচলিত কুসংস্কার তথা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য। সেই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখী করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিবাহের সময় প্রথমা স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা উচিত। তাহলে আর কোন সন্দেহ ও ভুল-বুঝাবুঝি থাকবে না। অতএব, প্রথমা স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণটি আইনের আওতায় করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "মুসলমানগণ যে কোন ব্যাপারে শর্ত দিয়ে কাজ করতে পারে, তবে হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করার মত শর্ত দেয়ার অধিকার রাখে না। উকবাহ বিন আমের রা. বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর নবী সা. বলেন, "বিয়ের সময় স্ত্রীকে বৈধ রূপে গ্রহণ করতে গিয়ে যে শর্তই রাখা হয় সেটা পালন বা কার্যকর করা জরুরী। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ) হাদীস দুটি উল্লেখ করে তায়সীরুল আল্লাম- এর গ্রন্থকার বলেন, বিয়ের ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই যে কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এমতাবস্থায় একজন অপর জনের প্রতি কোন শর্ত দিয়ে থাকলে সেটা কার্যকর করা উচিত। তবে সে শর্তটি যেন দাম্পত্য জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূলে হয়।[৭] যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে না করার শর্ত প্রদান করে অথবা দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার শর্ত দেয়, তাহলে সেটা বৈধ। এমতাবস্থায় স্বামী যদি সেই শর্ত লংঘন করে, তাহলে স্ত্রীকে নিজেদের বিয়ে ভঙ্গ করার স্বাধীনতা দেয়া হবে। এক লোক স্ত্রীকে বাসস্থান দেয়ার শর্তে বিয়ে করেন, কিন্তু তিনি শর্তটি রাখতে ব্যর্থ হলে খলীফা উমরের রা. নিকট অভিযোগ করা হয়। উমর রা. বললেন, শর্ত অনুযায়ী তার (স্ত্রীর) প্রাপ্য সঠিক।[৮] ইমাম ইবনে তায়মিয়া, ইবনুল কাইয়েম এবং অন্যান্য উলামা এ মতের বিপরীত রায় প্রকাশ করেছেন। সমর্থনে তারা আবূ হুরায়রার রা. একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. কোন স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার শর্ত দিতে নিষেধ করেছেন।[৯] আমাদের বর্তমান সমাজের অবস্থার প্রেক্ষিতে খলীফা উমরের সিদ্ধান্ত ও তার সমর্থনে উল্লিখিত হাদীসটিকে আমল দেয়া

www.pathagar.com

যেতে পারে।[১০] এখানে একটি বিষয় জানা দরকার। সেটা হলো এই যে, দ্বিতীয় বা ততোধিক বিয়ের প্রয়োজনীয়তা কার জন্য কার্যকর ও কার জন্য কার্যকর নয় সেটা চিহ্নিত করার জন্য দেশের আদালত অথবা সরকারের নিয়ন্ত্রিত সমাজ কল্যাণ দফতরের বিজ্ঞ কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় বিবাহের কারণে প্রথমা স্ত্রীর অধিকারে কোন ক্ষতি হবার আশংকা থাকছে কি না সেটাও উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ নির্ধারণ করবেন। সমাজের ক্ষতিকর কোন্‌টা, লাভজনক কোন্‌টা সরকারের উচিত তার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। দ্বিতীয় বা একাধিক বিবাহ মোবাহ (ঐচ্ছিক) ব্যাপার। এটাকে ঢালাও ভাবে অবৈধ সাব্যস্ত করা যাবে না। এই মোবাহকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি শর্ত জড়িত।

ক. প্রয়োগের বিশেষ কারণ থাকা এবং সেটা শরীয়াতসম্মত কিনা সেটা লক্ষ্য করা।

খ. প্রয়োগ যেন যুলুম বা বৈষম্যে পরিণত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সরকার বা সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কুরআনের এ দুটো শর্ত পালন করা হচ্ছে কিনা তার প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

শর্ত পালনের অঙ্গীকারের পরও যদি কোন স্বামী সেটা লংঘন করে বা নারীর ক্ষতি সাধন করে, অথবা নারীর উপর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর দন্ড বিধান কার্যকর করা উচিত যেমনটা আইনের পাঁচ নম্বর উপধারায় উল্লিখিত আছে। এই উপধারার 'ক' এবং 'খ'-এ যে শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে সেটা আরো কঠোর করে ১ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং বিশ হাজার টাকা জরিমানা সাব্যস্ত করা যেতে পারে। সেই সাথে দোষী ব্যক্তিকে প্রতারণা বা চিটিং -এর অপরাধের জন্য প্রচলিত দণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, বিয়ে, তালাক ইত্যাদির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সমাজের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এ জন্য মুসলিম পারিবারিক আদালত গঠন করা দরকার। যার অধীনে বিয়ে-শাদী এবং এ জাতীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড চলতে থাকবে। আইনের এক নম্বর উপধারায় উল্লিখিত সালিসী পরিষদটি ঐ আদালতের অধীনে করে দিলে এ সম্পর্কিত শরীয়াতের বিধানটি সঠিকভাবে কার্যকর করা সম্ভব হবে।

মোট কথা হলো, বহু বিবাহ সংক্রান্ত আইনটি যেন কুরআনের বিধানের পরিপন্থী না হয়, সেই সাথে বহু বিবাহের নামে সমাজে প্রচলিত অপরাধ ও কুসংস্কার বন্ধ করতে হলে প্রবন্ধে উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনায় আনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি।

www.pathagar.com

প্রমাণপঞ্জি

১. তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, পৃঃ ২৩০।
তাফসীর আয়াতুল আহকাম, পৃঃ ৪২৮।
তাফহীমুল কুরআন সূরা নিসা/২য় খণ্ড
২. বুখারী ও মুসলিম।
৩. সূরা নিসা/২৫।
৪. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন সাফওয়াতুত্-তাফাসীর, ১ম খণ্ড।
৫. মিসরের বিখ্যাত দৈনিক আল্-আখবার, সংখ্যা-৭২৩, সন-১৯৮২।
অনুরূপ জার্মানীর দৈনিক ফ্রান্কফুটের ৩রা মে, ১৯৮৫ ইং পৃঃ ৭।
৬. ইসলাম দি অল্টারনেটিভ : ড. মুরাদ হফম্যান, অধ্যায় ১৬, পৃঃ ২০১।
৭. তায়সীরুল আল্লাম, পৃঃ ৬-৭, খণ্ড ২।
৮. দেখুন : আল্-সাল্সাবিল, পৃঃ ৬-৭, খণ্ড ২।
৯. ঐ
১০. দেখুন ঃ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে রুশদ, পৃঃ ৫৯, খণ্ড ২।

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে মুসলিম পারিবারিক আইনের তালাক সংক্রান্ত সপ্তম ধারা

মুফ্‌তী মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ -এর তালাক সংক্রান্ত সপ্তম ধারার অধীনে উল্লিখিত প্রায় সকল উপধারা কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বিরোধী।

তালাক সংক্রান্ত ৭নং ধারার উপধারাগুলিতে বলা হয়েছে ঃ এই ধারা ও উপধারাগুলিতে কুরআন-হাদীসের মোট সাতটি সুস্পষ্ট হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তাকারে প্রত্যেকটি লংঘনের বিপক্ষে কুরআন-হাদীসের দলীল পেশ করা হচ্ছে।

১. ইসলামী শরীয়াত কিছু শর্ত সাপেক্ষে পুরুষকে একচ্ছত্র তালাকের অধিকার দিয়েছে। কাউকে অবগতি কিংবা কারো অনুমতির উপর নির্ভরশীল করেনি। পক্ষান্তরে মুসলিম পারিবারিক আইন পুরুষের তালাকের অধিকারকে চেয়ারম্যানের নিকট নোটিস প্রদানের সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছে। কুরআন মজীদের যত স্থানে তালাকের বিবরণ এসেছে সব স্থানেই তালাকের হুকুমকে পুরুষের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং পুরুষের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

١-فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا .... - (البقرة : ٢٣٠)

(১) "যদি সে তাকে তালাক দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্য রাজায়াত করা (যথাযথ সম্মতির মাধ্যমে আবার স্ত্রী রূপে গ্রহণ করা) দোষণীয় হবে না।"[১]

٢- وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ ... - (البقرة : ٢٣٢)

(২) "যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে অতঃপর সে ইদ্দত পুরা করবে ...।"[২]

লেখক : মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া, সহকারী মুফ্‌তী ও অধ্যাপক মারকাযুদ্‌-দাওয়াতিল ইসলামিয়া, ঢাকা।

www.pathagar.com

٣- لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ - (البقرة : ٢٣٦)

(৩) "তোমাদের জন্য দোষণীয় নয় যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে ..... ।"[৩]

(৪) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

ولى عقدة النكاح الزوج

"বিবাহ চুক্তিতে স্বামী কর্তৃত্বের অধিকারী।"[৪]

(৫) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

الطلاق للرجل والعدة للنساء

"তালাকের অধিকারী পুরুষ, আর ইদ্দত হলো মহিলার।"[৫] এ সম্পর্কে আরো দ্রষ্টব্য।[৬]

২. মুসলিম পারিবারিক আইন বলে, তালাকের পর সালিসী কাউন্সিলকে অবহিত করবে, অতঃপর কাউন্সিল স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমঝোতার চেষ্টা করবে। অথচ কুরআনে কারীম বলছে, তালাকের আগেই সালিসী কাউন্সিল ভূমিকা পালন করবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلاَحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا - (النساء : ٣٥)

"যদি তোমরা তাদের উভয়ের মাঝে বিরোধ/অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহলে স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে এবং স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে একজন করে বিচারক প্রেরণ কর। যদি তারা সংশোধন হতে চায়, তাহলে আল্লাহ তাদের মাঝে সমন্বয় ঘটিয়ে দিবেন।"[৭]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ اِعْرَاضًا... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ - (النساء : ١٢٨)

"যখনই কোন স্ত্রীলোক স্বামীর কাছ থেকে অসদাচরণ অথবা উপেক্ষা প্রদর্শনের আশংকা করে (কিছু অধিকারের কমবেশীর ভিত্তিতে) তারা দু'জনে যদি পরস্পর সন্ধি করে নেয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত ১২৮)

এ আয়াতের তাফসীরে প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদ আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

www.pathagar.com

قال الفقهاء : إذا وقع الشقاق بين الزوجين اسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر فى أمرهما فإن تفاقم امرهما وطالت خصومهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرءة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا وينظرا فى امرهما ـ

'ফিক্হবিদগণ বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে বিচারক একজন ন্যায়পরায়ণ বিচক্ষণ সালিসের সামনে তাদেরকে হাযির করবেন। তিনি তাদের মধ্যকার বিরোধ নিরসনে চেষ্টা করবেন।'

কিন্তু যদি তাদের বিরোধ আরো জটিল আকার ধারণ করে তখন বিচারক স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে নিষ্ঠাবান সালিস তাদের নিকট প্রেরণ করবে। যারা তাদের সমস্যাগুলো তলিয়ে দেখবে।[৮] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ[৯]

৩. মুসলিম পারিবারিক আইন বলে, ইদ্দত (৯০ দিন) অতিবাহিত হওয়ার আগে স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা হয়ে গেলে সালিসী কাউন্সিল তাদেরকে মিলিয়ে দিতে পারে। স্বামী নিজেও স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিতে পারে। অর্থাৎ, চেয়ারম্যানের নিকট নোটিস প্রদানের দিন হতে নব্বই দিন অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকরী হবে না। অথচ কুরআন মজীদে তালাক প্রদানের সাথে সাথে কার্যকর হয়ে যাওয়ার কথা এসেছে ঃ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ـ

"তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়।"[১০] আরো দ্রষ্টব্য।[১১]

উক্ত অর্ডিন্যান্সে এটিও এসেছে যে, সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী যার সাথে এখনো নির্জনবাস হয়নি তাকেও তালাক দিলে ৯০ দিনের আগে কার্যকরী হবে না। ৯০ দিনের আগে সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। অথচ কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, যে স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস হয়নি তাকে তালাক দেয়ার সাথে সাথেই সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং তাকে (অন্যত্র বিবাহের জন্য) ইদ্দত পালন করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ

www.pathagar.com

قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ... – (الأحزاب : ٤٩)

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মু'মিনা নারীদেরকে বিবাহ করবে অতঃপর তাদের স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিবে, তাহলে তাদেরকে তোমাদের জন্য ইদ্দত পালন করতে হবে না ...।"[১২]

তদ্রূপ নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তালাক প্রয়োগমাত্রই কার্যকরী হয়ে যায়।

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، النكاح والطلاق والرجعة – (أبو داوٗد)

"তিনটি বিষয় যাতে দৃঢ়তা দেখালে দৃঢ়তা ধরা হবে এবং ঠাট্টা করলেও তা দৃঢ়তা বলে গণ্য হবে, বিবাহ, তালাক এবং রাজয়াত।"[১৩]

৪. অর্ডিন্যান্স চেয়ারম্যানের নিকট নোটিস পৌঁছার দিন থেকে ইদ্দত গণনা শুরু করে। অথচ কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিধান হলো, তালাকের সময় থেকেই ইদ্দত গণনা শুরু হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ – (الطلاق : ١)

"হে নবী! যখন আপনি আপনার কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে মনস্থ করবেন, তখন তাকে তালাক দিন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করুন।"[১৪]

এ আয়াতে যেমন পবিত্রতার সময় তালাক দেয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়, তেমনিভাবে এটাও বুঝে আসে যে, তালাকের পরপরই ইদ্দত শুরু হয়ে যায়।

সূরা বাকারার এক আয়াতে এসেছে ঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ – (البقرة : ٢٢٨)

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন কুরূ' (ঋতুস্রাব) পর্যন্ত (ইদ্দত পালনে) অপেক্ষা করবে।"[১৫]

এখানে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদেরকে কালক্ষেপণ ছাড়াই ইদ্দত পালনের কথা বলা হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ ফিক্‌হ গ্রন্থ আল্-বাহরুররায়েকে বলা হয়েছে ঃ

ومبدأ العدة ... يعنى ابتداء عدة الطلاق من وقته وابتداء عدة الوفاة من وقتها ـ

www.pathagar.com

'তালাকের ইদ্দত তালাকের সময় থেকেই শুরু হয়ে যায়।'[১৬] আরো দেখুন।[১৭]

৫. তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ঋতুবতী হলে তার ইদ্দত তিন ঋতুস্রাব। যা ৯০ দিনের অনেক বেশীও হতে পারে। কিন্তু বর্তমান অর্ডিন্যান্সে ব্যাপকভাবে ৯০ দিন ধার্য করা হয়েছে, যা সরাসরি কুরআন বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ –

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন কুরূ' (ঋতুস্রাব) পর্যন্ত (ইদ্দত পালনে) অপেক্ষা করবে।"[১৮]

হযরত আতা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

تعتد اقراءها ما كانت تقاربت أو تباعدت ـ

'ঋতুবতী মহিলা পূর্ণ তিন হায়েয (মাসিক) ইদ্দত পালন করবে। চাই তা স্বল্প মেয়াদী হোক বা দীর্ঘ মেয়াদী।'[১৯] আরো দ্রষ্টব্য।[২০]

৬. স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হলে বর্তমান অর্ডিন্যান্স ৯০ দিন অথবা গর্ভপাত যেটি বিলম্বে হবে সেটিকে ইদ্দত হিসাবে গণ্য করছে। অথচ কুরআনুল কারীম সুস্পষ্টভাবে সর্বাবস্থায় সন্তান প্রসব। চাই তা ৯০ দিনের কম/বেশী হোক না কেন পর্যন্তই ইদ্দতের সময়সীমা ধার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ –(الطلاق : ٤)

"আর গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত।"[২১]

সহীহ বুখারীতে এসেছে, হযরত সুবাইয়াতুল আসলামিয়া রা. -এর স্বামীর ইন্তিকালের পর তিনি সন্তান প্রসব করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বিয়ের অনুমতি চাইলেন। তিনি অনুমতি দিলেন। তখন তিনি বিয়ে করলেন।[২২]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন ঃ

لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها

এ হাদীস সুস্পষ্ট দলীল যে, স্বামীর মৃত্যুর পরক্ষণেই স্ত্রী সন্তান প্রসব করলে ইদ্দত শেষ হয়ে যায়।[২৩] আরো দ্রষ্টব্য[২৪]

৭. বর্তমান আইন বলে, ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর এ জাতীয় তালাক তিনবার একইভাবে কার্যকরী না হলে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে বিবাহ না করেই প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। চাই একত্রে তিন তালাক দেয়া হোক না কেন। অথচ কুরআন মজীদে এসেছে :

www.pathagar.com

"فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"

"অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তবে সে মহিলা যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার (প্রথম স্বামী) জন্য হালাল হবে না।" আর হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ সহীহ হবে না।[২৫]

١- عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا ..... وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا ، عصيت ربك وبانت منك امرأتك . (أبو داود)

'হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের নিকট ছিলাম। সেখানে একজন লোক এসে বললো, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। ..... তুমি আল্লাহকে ভয় করনি। আমি তোমার কোন পথই দেখছি না। তুমি তোমার প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছ এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে পরিপূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে।'[২৬]

٢- عن نافع قال قال ابن عمر من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته -

হযরত নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল, সে তার প্রভুর অবাধ্যতা করল এবং তার থেকে তার স্ত্রী সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেল।[২৭]

বিঃ দ্রঃ উল্লিখিত দলীলাদি ছাড়াও আরো প্রচুর দলীল দ্বারা এসকল বিষয় প্রমাণিত। সুতরাং ৭ নং ধারার আওতাধীনে প্রায় সকল উপধারাই শরীয়াত বিরোধী। এজন্য এর বিকল্প শরীয়াত স্বীকৃত ধারা অত্যন্ত জরুরী।

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ -এর তালাক সংক্রান্ত সপ্তম ধারার অধীনে উল্লিখিত সকল উপধারা শরীয়াহ বিরোধী। সেহেতু বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির আলোকে তালাকের অপব্যবহারকে সামনে রেখে উক্ত ৭ নং ধারার পরিবর্তে শরীয়াহ নির্দেশিত কিছু ধারা প্রস্তাব করা হচ্ছে ঃ

প্রস্তাবিত ধারাসমূহ :

ধারা-১ সালিসী কাউন্সিল

১-কেউ তালাক দেয়ার ইচ্ছা করলে সালিসী কাউন্সিলকে নোটিস করতে হবে।

২-সালিসী কাউন্সিল নোটিস পাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আপোস করাতে চেষ্টা করবে।

www.pathagar.com

৩–স্থানীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত কাউন্সিলে কমপক্ষে দু'জন বিজ্ঞ আলেমের অন্তর্ভুক্তি থাকতে হবে। তারা উভয় পক্ষের অভিভাবকের মনোনীত প্রতিনিধিদের প্রচেষ্টায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪–সালিসী কাউন্সিলকে অবহিত করার আগেই যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তা তাৎক্ষণিক কার্যকর হয়ে যাবে। যদি তালাক দেয়াটা শরীয়াতের দৃষ্টিতে যথাযথ হয়ে থাকে, তাহলে এ সংক্রান্ত ১ নং উপধারা লংঘন করার কারণে লঘু শাস্তির বিধান করা যেতে পারে। কিন্তু যদি তালাক দেয়াটাই সম্পূর্ণ যুলুম নির্ভর হয়, তাহলে প্রথম অবস্থার চেয়ে কিছুটা কঠোর শাস্তির বিধান করা যেতে পারে।

ধারা–২ তালাক ঃ

১–কেউ স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিতে পারবে না।

২–যদি ২/১ নং উপধারা লংঘন করে স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তবে প্রদত্ত তালাক অবশ্যই কার্যকর হয়ে যাবে।

৩–১ নং উপধারা লংঘন করার কারণে শারীরিক ও আর্থিক শাস্তির বিধান থাকবে।

৪–নিকাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রার, নোটারী পাবলিক ও এসকল নিবন্ধনকারীর মাধ্যমে লিখিত তালাক দিতে চাইলে তারা ২/১ উপধারার লংঘনকে বাধা দিবে। সমর্থন দিতে পারবে না।

৫–নিবন্ধনকারীগণ ২/৪ নং উপধারা লংঘন করলে শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

প্রস্তাবের পক্ষে প্রমাণ

১/১,৩ তালাকের আগে সালিসী কাউন্সিলকে অবহিত করা প্রসঙ্গে ঃ

قال الله تعالى : وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِه وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا الخ – (النساء : ٣٥) قال القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن ٥ : ١١٥ : أى وإن خفتم تباعد عشرتهما وصحبتهما ، وفيه أيضا : الجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله : وإن خفتم الحكام والأمراء ، ... والحكمان لايكونان إلا من أهل الرجل والمرأة ، إذهما أقعد باحوال الزوجين ويكونان من أهل العدل وحسن النظر والبصر بالنفقة .

মহান আল্লাহ বলেন, "যদি তোমরা তাদের উভয়ের মাঝে বিরোধ/অবাধ্যতার আশংকা

www.pathagar.com

কর, তাহলে স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে এবং স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে একজন করে বিচারক প্রেরণ কর.....।"[২৮] ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীর 'আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন'-এ বলেন, অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের সহাবস্থান ও সংসার সম্পর্কের অবনতি আশংকা কর। এতে আরো উল্লেখ রয়েছে- অধিকাংশ আলেমের দৃষ্টিতে এখানে وإن خفتم (যদি তোমরা আশংকা কর) বলে সালিস বা 'বিচারক' বুঝানো হয়েছে। আর বিচারক হতে হবে স্বামী এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকেই, যারা স্বামী-স্ত্রীর অবস্থা সম্পর্কে এবং খোর-পোশ সম্পর্কে সম্যক অবহিত।)[২৯] আরো দ্রষ্টব্য- [৩০]

২/১,২ তিন তালাক দেয়া গুনাহ, তবে তা কার্যকর হয় ঃ

أخرج ابن ابى شيبة فى مصنفه ١١:٤ عن نافع قال قال ابن عمر : من طلق امرأته ثالثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته .

وأيضا أخرج عبد الرزاق فى مصنفه ٦ : ٣٩٥ عن سالم عن ابن عمر وساق الحديث .

وأيضا أخرج عبد الرزاق ٦ : ٣٩٧ عن ابن عباس قال قال له رجل يا أبا عباس طلقت امرأتى ثلاثا فقال ابن عباس يا ابا عباس يطلق أحدكم فيستحمق ثم يقول يا ابا عباس عصيت ربك وفارقت امرأتك .

وراجع: الاستذكار لابن عبد البر ١٧ : ٧ باب ماجاء فى البتة

(ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে হযরত নাফে' থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল, সে তার প্রভুর অবাধ্যতা করল এবং তার থেকে তার স্ত্রী বায়েন হয়ে গেল।

এ হাদীসটি আবদুর রাযযাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে ৬/৩৯৫ হযরত সালেম -এর সূত্রে ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩১]

আবদুর রাযযাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে ৬/৩৯৭ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আবূ আব্বাস, আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছি। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে আহমকের মত তালাক দিল। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি তোমার প্রভুর অবাধ্যতা করেছ এবং তোমার স্ত্রীর সাথে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।[৩২] আরো দেখুন,[৩৩]

২/৩ একত্রে তিন তালাকের কারণে প্রদত্ত শাস্তি

قال الله تعالى : وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا

www.pathagar.com

عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورة المائدة-٢

أخرج ابن ابى شيبة فى مصنفه ٤ : ١١ عن أنس قال كان عمر إذا أتى برجل قد طلق امرأته ثلاثا فى مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما .

وأيضا فيه ٤ : ١٢ عن زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا فرجع إلى عمر فقال إنما كنت ألعب ، فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما .

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা নেকী ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করো এবং গুনাহ ও শত্রুতার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।"[৩৪]

ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, যখন হযরত উমরের নিকট এমন কোন লোক আসত, যে তার স্ত্রীকে একই মজলিসে তিন তালাক দিয়েছে, তখন তিনি সে লোককে লাঠিপেটা করতেন এবং তাদের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতেন।[৩৫]

এতে হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। মদীনায় এক কর্মহীন বাচাল লোক ছিল, সে তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দেয়। এরপর হযরত উমরের নিকট এসে বলে, আমি তামাশা করেছিলাম। তখন উমর তার মাথার উপর দোররা মারেন এবং তাদেরকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।[৩৬]

وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه ٦ : ٣٩٦ عن عبيد الله بن العيزار أنه سمع انس بن مالك يقول كان عمر بن الخطاب إذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع رأسه بالدرة .

وأيضا أورده ابن عبد البر فى الاستذكار ١٧ فى باب ماجاء فى البتة ، وأحكام القرآن للجصاص ١ : ٣١٣

وراجع أيضا : مجموعة قوانين اسلام للدكتور تنزيل الرحمن ، ومعاشرتى مسائل لمولانا محمد برهان الدين سنبهلى ، واسلام كےعائلى قوانيين لمولانا مجاهد الاسلام ، وعائلى قوانين لمولانا مفتى تقى العثمانى دامت فيوضهم والله سبحانه وتعالى أعلم .

جاء فى التشريع الجنائى الإسلامى ١ : ١٢٨ للدكتور عبد القادر عودة (مؤسسة الرسالة) : من المتفق عليه التعزير يكون فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ، سواء كانت

www.pathagar.com

المعصية لله أو لحق آدمى .

وراجع : الأحكام السلطانية للماوردى المتوفى ٤٥٠ هـ ، ص ٢٩٣ ، وأبواب التعزير من الكتب الفقهية ، كرد المحتار ، وبدائع الصنائع ، فتح القدير والبحر الرائق ، والله أعلم .

আবদুর রায্যাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে ৬/৩৯৬ হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে অয়যার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত আনাস বিন মালেককে বলতে শুনেছেন, যখন হযরত উমর এমন কোন লোক পেতেন যে তার স্ত্রীকে একই মজলিসে তিন তালাক দিয়েছে, তিনি দোররা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করতেন।[৩৭]

এ বর্ণনাটি ইবনু আবদুল বার্‌র্‌ তাঁর আল্-ইস্‌তিয্‌কার গ্রন্থে ১৭ অধ্যায়ে তিন তালাক প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম জাস্‌সাস তাঁর আহ্‌কামুল কুরআনে ১/৩১৩ উল্লেখ করেছেন।[৩৮]

আরো দেখুন-[৩৯] মাজমুয়াতু কাওয়ানীনে ইসলামঃ ড. তানযীলুর রহমান; মুয়াশেরাতী মাসায়েলঃ মাওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন সাম্ভলী; ইসলামকে আয়েলী কাওয়ানীনঃ মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম; আয়েলী কাওয়ানীনঃ মাওলানা মুফতী তকী উসমানী।

ড. আবদুল কাদের আওদা- এর আত্-তাশরীউল জিনাঈ আল-ইসলামী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- এটি সর্বসম্মত অভিমত যে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি (তা'যীর) সে সব অপরাধে দেয়া যায় যাতে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি এবং জরিমানা (কাফ্‌ফারা) নেই এবং সেই অপরাধ আল্লাহর বা বান্দার হকের ব্যাপারে হয়ে থাকে।[৪০]

আরো দেখুন- আল-আহকামুস্ সুলতানিয়াঃ মাওয়ারদী, মৃত- ৪৫০ হি. পৃ. ২৯৩ এবং ফিকহের কিতাবাদির তা'যীর অধ্যায় যেমন রাদদুল মুহতার, বাদায়িউস্ সানা'য়ে, ফাতহুল কাদীর এবং বাহরুর রায়েক।[৪১]

তথ্যসূত্র :

১. সূরা বাকারা ঃ ২৩০।
২. সূরা বাকারা ঃ ২৩২।
৩. সূরা বাকারা ঃ ২৩৬।
৪. আহ্‌কামুল কুরআন, জাস্‌সাস- ৩/২০৬।
৫. মুআত্তা মালেক- ২১৩।
৬. রূহুল মাআনী- ২/১৫৪, ফাতওয়া শামী- ৩/৪৩৬।
৭. সূরা নিসা ঃ ৩৫।
৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর- ১/৭৪৪।
৯. তাফসীরে তাবারী- ৪/৭৬; তাফসীরে কুরতুবী- ৫/১৭৫।
১০. সূরা বাকারা- ২৩০।

www.pathagar.com

১১. ক- মুসান্নাফু আবদুর রায্যাক- হাদীস নং ১১৩৪৪, খ- হিদায়া- ২/৩৫৫, গ- বাদায়েউস্ সানায়ে- ৩/১৫৩, ঘ- ফাতহুল কাদীর- ৩/৩২৯ ঙ- ফাতওয়া শামী- ৩/২৩২।
১২. সূরা আহযাব ঃ ৪৯।
১৩. আবূ দাউদ।
১৪. সূরা তালাক ঃ ১।
১৫. সূরা বাকারা ঃ ২২৮।
১৬. আল-বাহ্রুররায়েক- ৪/১৪৪।
১৭. বাদায়েউস সানায়ে- ৩/৩০১; হিদায়া- ১/৪২৫; ফাতওয়া শামী- ৩/৫২০।
১৮. সূরা বাকারা ঃ ২২৮।
১৯. মুসান্নাফু আবদুর রায্যাক- ৬/৩৪৪, হাদীস নং ১১১১৪।
২০. বাদায়েউস সানায়ে- ৩/৩০৫; খানিয়া- ১/৫৪৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/৫২৬।
২১. সূরা তালাক ঃ ৪।
২২. সহীহ বুখারী- ২/৮০২; সহীহ মুসলিম- ২/৪৮৬।
২৩. শরহে মুসলিম, ইমাম নববী - ২/৪৮৬।
২৪. ফাতওয়া খানিয়া- ১/৫৫০; বাদায়েউস সানায়ে- ৩/৩১০; হেদায়া- ২/৪২৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/৫২৮।
২৫. সূরা বাকারা- ২৩০।
২৬. আবূ দাউদ।
২৭. ইবনে আবী শায়বা, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক।
২৮. সূরা নিসা- ৩৫।
২৯. তাফসীরে কুরতুবী- ১৯৫।
৩০. তাফসীরে ইবনে কাসীর- ১/৭৪৪; তাফসীরে তাবারী- ৪/৭৬; তাফসীরে মাযহারী-২/১০১।
৩১. মুসান্নাফু আবদুর রায্যাক- ৬/৩৯৫।
৩২. প্রাগুক্ত- ৬/৩৯৭।
৩৩. আল্-ইস্তিযকার- ১৭/৭; হিদায়া- ২/৩৫৫; ফাতহুল কাদীর- ৩/৩২৯; তাতারখানিয়া- ৩/২৪৬।
৩৪. সূরা মায়িদা- ২।
৩৫. মুসান্নাফু ইবনে আবূ শায়বা- ৪/১১।
৩৬. প্রাগুক্ত- ৪/১২।
৩৭. মুসান্নাফু আবদুর রায্যাক- ৬/৩৯৬।
৩৮. আল্-ইসতিযকার- অধ্যায়-১৭; আহকামুল কুরআন, জাসসাস- ১/৩০৩।
৩৯. উদ্ধৃত।
৪০. আত্-তাশ্রীউল জিনাঈ আল্-ইসলামী- ১/১২৮।
৪১. আল্-আহ্কামুস্ সুলতানিয়া লিল মাওয়ারদী- ২৯৩; বাদায়েউস্ সানায়ে- ৫/৪২; আল্-বাহ্রুর্রায়েক- ৫/৪২; রদ্দুল মুহতার- ৪/৬৭।

www.pathagar.com

মুসলিম পারিবারিক আইনের দৃষ্টিতে বিবাহের বয়স ও রেজিস্ট্রেশন

মুফতী মোঃ আবূ ইউসুফ খান

১। যে কোন বয়সের ছেলে-মেয়ে শরীয়াতের বিধি মোতাবেক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রে তাদের শরীয়াতসম্মত অভিভাবকের ওকালতিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে।

২। বিবাহের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন শরীআহ মোতাবেক একটি উপকারী রক্ষাকবচ।

প্রমাণভিত্তিক আলোচনা

প্রসঙ্গ-(১) বিবাহের বয়সসীমা

ইসলামী শরীয়াতে বিবাহের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট বয়সসীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ "তোমরা ইয়াতীমদের (জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ) যাচাই করতে থাকো যতক্ষণ না তারা বিবাহযোগ্য হয়" (সূরা নিসাঃ ৬)।

"যাদের বিবাহ করার (আর্থিক) সামর্থ্য নাই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে" (সূরা নূর ঃ ৩৩)।

মহানবী (স) বলেন, "হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। কারণ তা দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান সুরক্ষিত রাখে। আর যার সামর্থ্য নাই সে যেন রোযা রাখে। এটাই তার জন্য রক্ষাকবচ" (বুখারী ও মুসলিমের বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুন-নিকাহ, ১ম হাদীস)।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রাপ্তবয়সে বিবাহ করার সমর্থন পাওয়া যায়।

লেখক : উপাধ্যক্ষ, তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা-১২০৪

www.pathagar.com

এসব আয়াত ও হাদীসের নির্দেশ উপদেশমূলক, অনুজ্ঞাসূচক নয়। অতএব আইনের মাধ্যমে বয়সসীমা নির্ধারণ করা এবং সে বয়সের পূর্বে বিবাহ করলে তাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা ইসলামী শরীআতের সাথে মোটেই সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ যে কোন বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শরীয়াতে কোন অপরাধ নয়। অতএব নিরপরাধ কর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করা যায় না। ইসলামী শরীয়াতে অপ্রাপ্ত বয়সে ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দিতে হুকুম করা হয়নি কিংবা সে জন্য উৎসাহও দেয়া হয়নি। কিন্তু কোন পিতা বা অভিভাবক যদি সন্তানের ভবিষ্যত স্বার্থে এ কাজ করেই ফেলেন, তাহলে এটা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রচার মাধ্যমে লোকজনকে বাল্য বয়সে বিবাহ করার কুফল সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে। আইনের দণ্ডের চেয়ে সচেতনকার দণ্ড অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে।

দলীল ঃ (ক) এ ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রা. -এর বিবাহ সংক্রান্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। যেমন-

عن عائشة قالت تزوجنى النبي صلى الله عليه وسلم وانابنت ست سنين وبنى بى وانابنت تسع -

হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমাকে নবী সা. বিবাহ করেছেন আমার ছয় বছর বয়সে এমতাবস্থায় যে, আমার বয়স ছয় বছর এবং আমাকে তাঁর সংসারে নিয়েছেন আমার বয়স নয় বছর বয়সে।

(খ) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. বলেন-

اجمع العلماء انه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وان كن فى المهد الا انه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن الا اذا صلحن للوطى -

"উলামা কেরাম একমত যে, পিতার জন্য তাদের ছোট কন্যাদেরকে বিবাহ দেয়া বৈধ, যদিও তারা দোলনায় থাকে, তবে তাদের স্বামীদের জন্য তাদেরকে নিয়ে ঘর-সংসার করা জায়েয নেই যতক্ষণ না তারা সহবাস যোগ্যা হয়।"

সুতরাং বলা যায়, নবী করীম সা. ও হযরত আয়েশা রা. -র এই বিবাহ থেকে প্রমাণিত হয়ে যে, ইসলামে ছেলেমেয়ের বিবাহের জন্য কোন বয়স সীমা নির্ধারণ করা হয়নি, যে কোন বয়সের ছেলেমেয়েকে যে কোন সময় বিবাহ দেয়া যেতে পারে।

বালেগ হওয়ার বয়স

ইমাম মালিক, আহমদ, শাফিঈ, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও আবূ হানীফা রহ.- এর এক বর্ণনা অনুযায়ী ছেলে হোক মেয়ে হোক ১৫ বছর পূর্ণ হলে তাদেরকে বালেগ

www.pathagar.com

হিসেবে ধরা হবে, এ মতের উপরই ফাতওয়া।

দলীল ঃ

عن انس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه واقيمت عليه الحدود ـ

"হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, সন্তান যখন পনের বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন তার পক্ষের ও বিপক্ষের সবকিছু লিখা হয় এবং শরীয়াতের দণ্ড তার উপর কার্যকর হয়।"

عن ابن عمر انه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزه ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فاجازه ـ (متفق عليه)

"হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তাকে উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সা.-এর পেশ করা হলো। তখন তার বয়স ১৪ (চৌদ্দ) বছর। তিনি তাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর খন্দকের দিন তাকে পেশ করা হল তখন তার বয়স ১৫ (পনের) বছর। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ সা. (যুদ্ধে যোগদানের) অনুমতি দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

নির্দিষ্ট কোন বয়সের পূর্বে বিবাহ করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করে নি। কেননা বিষয়টি অভিভাবক ও সমাজের সাধারণ অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। তবে যদি কোন পিতা বা দাদা তার মেয়ে বা নাতনীকে বালেগা হওয়ার পূর্বেই বিবাহ দেয় আর বালেগা হওয়ার পর যদি সে এ বিবাহে সন্তুষ্ট হতে না পারে, তাহলে সে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ইমাম নববী (র) বলেন ঃ

وقال اهل العراق لها الخيار اذا بلغت ـ (شرح مسلم للنووى ، ج - ١، ص ٤٥٦)

ইরাকী আলেমগণ বলেন, বালেগ হওয়ার পর মহিলার এখতিয়ার রয়েছে। (নববী কৃত শারহে মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬)।

প্রসঙ্গ-(২) বিবাহের রেজিস্ট্রেশন

বিবাহ হলো শরীআ আইনের আওতায় একটি সামাজিক চুক্তি। এই চুক্তি মৌখিকভাবে বা লিখিত আকারে হতে পারে। উপরোক্ত চুক্তিবলে একজোড়া

www.pathagar.com

নারী-পুরুষ আইনানুগভাবে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে এবং তাদের সন্তানগণ বৈধ সন্তান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিবাহ চুক্তির ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কতগুলো অবশ্য পালনীয় সুনির্দিষ্ট কর্তব্য ও অধিকার সৃষ্টি হয়। যেমন স্বামীর নিকট থেকে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরানা প্রাপ্তি, খোরপোষ ও বাসস্থান প্রাপ্তি এবং যে কোন একজনের মৃত্যুতে অপরজনের ওয়ারিসী স্বত্ব প্রাপ্তির অধিকার সৃষ্টি হয়। আজকাল নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে স্বার্থতাড়িত হয়ে এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রাপ্য অধিকার নির্দ্বিধায় অস্বীকার করে বসে। তাতে প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহানবী (স) বলেন, "ক্ষতি করাও যাবে না এবং সহাও যাবে না" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল আকদিয়া, নং ৩১; ইবনে মাজা, আহকাম, নং ২৩৪০; মুসনাদ আহমাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭, নং ২৩১৫৯)।

অতএব পক্ষবৃন্দের ক্ষতিরোধকল্পে এবং পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালনে বাধ্য করার জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিবাহ চুক্তি সরকারী দপ্তরে নিবন্ধিত হওয়া একান্ত জরুরী।

মন্তব্য ঃ

ইসলামী শরীআহ বিবাহের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বয়সকে বাধ্যতামূলক করেনি এবং বিবাহের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি রক্ষাকবচ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক নজরে
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
এর কার্যক্রম

১. রিসার্চ প্রজেক্ট
২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট
৩. সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম প্রজেক্ট
৪. জার্নাল প্রজেক্ট
৫. বুক পাবলিকেশনস প্রজেক্ট
৬. লেখক প্রজেক্ট
৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট
৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট

Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh
14,Pisci.Culture Bhaban (3rd Floor) Shyamoli Bus Stand
Dhaka-1207, Phone: 9131705 Fax : 8143969
Mobile : 01712-827276, E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com